রিদম অফ ময়মনসিংহ টাউন

জুন ২০১৭

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে গঠিত এডিটোরিয়াল কমিটি "রিদম অফ ময়মনসিংহ টাউন" শীর্ষক গবেষণাটি সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশমালা দিয়ে সহায়তা করেছে। তথাপি গবেষণার ধারণা (Concept), কার্যপদ্ধতি এবং গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকারীর একান্ত নিজস্ব। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর শুধুমাত্র প্রশাসনিক ভূমিকা পালন করেছে।

আহ্বায়ক/সভাপতি
এডিটোরিয়াল কমিটি

সারসংক্ষেপ

City Rhythm হচ্ছে শহরের লোকজনের নিয়মিত চলাচল, শহরগুলোতে ঘটমান পুনরাবৃত্তিমূলক কার্যক্রম, শব্দ এবং গন্ধ, যা শহরগুলোর নিয়মিত ঘটমান ঘটনা। এটি একটি স্বীকৃত এবং প্রয়োজনীয় রূপক, যা আধুনিক শহর জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে। এ ধারণা শহর জীবনের বিভিন্নতা অথবা বৈচিত্র্যকে বিভিন্নভাবে অথবা একাধিক আঙ্গিকে বুঝতে সহায়তা করে (Wikipedia, ২০০৭)।

প্রতিটি শহরের একটি নিজস্ব ছন্দ আছে যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামো, জনসংখ্যার বিন্যাস (বয়স, ধর্ম, অভিবাসন অবস্থা, ইত্যাদি), উন্নয়ন ও অবকাঠামোর অবস্থান, সময় সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর উপর নির্ভর করে। এছাড়াও, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোও শহরের ছন্দ বিনির্মানে সমান গুরুত্বপূর্ণ (Wikipedia, ২০০৭)।

বক্ষ্যমাণ গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে ময়মনসিংহ শহরের আর্থ-সামাজিক Rhythm সম্পর্কে জানা এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নগর পরিকল্পনায় দিক নির্দেশনা দেওয়া। এ কাজে গবেষণা এলাকা হিসেবে ময়মনসিংহ পৌরসভাকে নির্বাচন করা হয়েছে। ময়মনসিংহ শহরের শিশু, কর্মজীবি নারী ও গৃহিনী, কর্মজীবি পুরুষ ও বয়স্ক পুরুষ এই সকল ধরণের জনগোষ্ঠীকে গবেষণার একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপ করা হয়েছে এবং বিস্তারিত সাক্ষাৎকার (Indepth interview) নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক (Seceondary) উৎস হিসেবে এমএসডিপি (MSDP) প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপের তথ্য (৯৩৮ টি প্রশ্নপত্র), বই, পত্রিকা, ডকুমেন্টস, আর্টিকেল, গবেষণার প্রতিবেদন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকাসহ প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত সকল তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে শহরের পরিকল্পনায় সেগুলো ব্যবহারের জন্য দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৮টি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে একটি হল গবেষণা কাজ সম্পাদন করা। নগরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতি বছর আর্থ সামাজিক গবেষণা কর্ম পরিচালনা করে থাকে। এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে "রিদম অফ ময়মনসিংহ টাউন" এর উপর একটি গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য প্রথমেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক ড. খুরশীদ জাবীন হোসেন তৌফিক এবং উপ-পরিচালক (গবেষণা ও সমন্বয়) (অঃ দাঃ) ও সিনিয়র প্ল্যানার আহমেদ আখতারুজ্জামান সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে গবেষণা কাজটি সঠিক সময়ে এবং সঠিকভবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া সম্পাদনা পর্ষদের সভাপতি জনাব কাজী মোঃ ফজলুল হক তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাদের সহযোগিতা ছাড়া গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করা কঠিন হত।

গবেষণা কাজের সাথে জড়িত ময়মনসিংহ পৌরসভার অধিবাসী, যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের রেখাকার জনাব মোঃ নুরে আলম সিদ্দিকী, যিনি তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সকলের সহযোগিতায় এই গবেষণা কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গবেষণা টীম

প্রতিবেদন প্রণয়ণেঃ

ইসরাত জাহান
প্ল্যানার
ইসরাত জাহান
গবেষনা কমকর্তা

সহযোগিতায়ঃ

মোঃ নূরে আলম সিদ্দিকী, রেখাকার
রেনু মিয়া, রেখাকার
মোঃ মাহমুদুল হাসান, রেখাকার

সূচীপত্র

মুখবন্ধ i

সারসংক্ষেপ ii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

সূচীপত্র v

সারনীর তালিকা vii

চিত্রের তালিকা vii

মানচিত্রের তালিকা vii

অধ্যায় ০১- ভূমিকা ১

১.১. গবেষণার পটভূমি ১

১.২. গবেষণা এলাকার পরিচিতি ২

১.৩. গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ৩

১.৪. গবেষণার পদ্ধতি এবং উপকরণ ৪

১.৪.১. গবেষণা এলাকা নির্বাচন ৪

১.৪.২. গবেষণার একক ৪

১.৪.৩. তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ৪

১.৫. গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৭

১.৬. উপসংহার ৭

অধ্যায় ০২- ছন্দ (রিদম) এবং ময়মনসিংহ শহর ৮

২.১. সূচনা ৮

২.২. শহরের ছন্দ (রিদম)-এর ধারনা ৮

২.৩. ময়মনসিংহ শহরের ছন্দ (রিদম)-এর উপাদানসমূহ ৯

২.৩.১. উৎসবের শহর ৯

২.৩.২. শিক্ষার শহর ১০

২.৪. উপসংহার ১০

অধ্যায় ০৩- তথ্য এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ ১১

৩.১. সূচনা ১১

৩.২. ময়মনসিংহ শহরের আর্থ সামাজিক অবস্থার তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ ১১

৩.৩. ময়মনসিংহ শহরের পরিচিত স্থান এর তথ্য বিশ্লেষণ ১২

৩.৪. ময়মনসিংহ শহর সম্পর্কিত ধারনা বিশ্লেষণ ১৮

৩.৫. বিনোদন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ ১৮

৩.৬. ময়মনসিংহ শহরের জনগণের প্রাত্যহিক কর্মকান্ড ২০

৩.৭. ময়মনসিংহ শহর এর উৎসবসমূহ ২২

৩.৮. ব্যক্তির মানসিকতায় ময়মনসিংহ শহর ....

৩.৯. প্রাপ্ত তথ্যের একত্রীকরণ ....

৩.১০. উপসংহার ....

অধ্যায় ০৪- গবেষনালব্ধ ফলাফল ....

গ্রন্থপঞ্জি ....

নির্ঘন্ট ০১ঃ টেবিল ....

নির্ঘন্ট ০২ঃ মানচিত্র ....

নির্ঘন্ট ০৩ঃ বিস্তারিত সাক্ষাতকারের প্রশ্নপত্রের চেকলিষ্টঃ ....

নির্ঘন্ট ০৪ঃ জরিপ প্রশ্নপত্র ....

নির্ঘন্ট ০৫ঃ জরিপ কার্যের কিছু স্থিরচিত্র ....

নির্ঘন্ট ০৬ঃ মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের চিত্র ১ ....

নির্ঘন্ট ০৭ঃ মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের চিত্র ২ ....

সারণীর তালিকা

সারণী ৩.১ঃ জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ শহরের Iconic স্থান ১৩
সারণী ৩.২ঃ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের নাম ১৪
সারণী ৩.৩ঃ এক বাক্যে ময়মনসিংহ শহর ১৮
সারণী ৩.৪ঃ ময়মনসিংহ শহরের বিনোদন স্থান ১৯
সারণী ৩.৫ঃ ময়মনসিংহ শহরে ভ্রমণের কারণ ২০
সারণী ৩.৬ঃ ময়মনসিংহ শহরে ভ্রমণের বাহণসমূহ ২১
সারণী ৩.৭ঃ ময়মনসিংহ শহরবাসীর ভ্রমণে ব্যবহৃত বাহণসমূহ ২১
সারণী ৩.৮ঃ ময়মনসিংহ শহরে পরিবারের ভ্রমণের কারণ এবং দূরত্ব ২২
সারণী ৩.৯ঃ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত উৎসব এর শ্রেণীবিভাগ ২২
সারণী ৩.১০ঃ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত উপলক্ষ্যের বিপরীতে সংঘটিত ঘটনা ২৩
সারণী ৩.১১ঃ শহরের ভেতরে ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের তথ্য একত্রীকরন ২৬
সারণী ৩.১২ঃ শহরের ভেতরে ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের তথ্য একত্রীকরন ২৭

চিত্রের তালিকা

চিত্র ৩.১ঃ ময়মনসিংহ শহরের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহ (পরিবার) ১১
চিত্র ৩.২ঃ ময়মনসিংহ শহরের জনসংখ্যার পিরামিড ১১
চিত্র ৩.৩ঃ ময়মনসিংহ শহরের জনগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১২
চিত্র ৩.৪ঃ নাগরিকদের মতামত অনুযায়ী শহরের পরিচিত স্থান ১৪
চিত্র ৩.৫ঃ ময়মনসিংহ শহরের জনগণের বিনোদনের উপায় ১৯
চিত্র ৩.৬ঃ জনগণের বিনোদনের স্থান ২০
চিত্র ৩.৭ঃ ময়মনসিংহ শহরের জনগণের মানসপটে অঙ্কিত শহরের চিত্র ২৫
চিত্র ৩.৮ঃ ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের সারাংশ ২৬

মানচিত্রের তালিকা

মানচিত্র ০১ঃ ময়মনসিংহ পৌরসভা এবং তার আশেপাশের এলাকা ৩
মানচিত্র ০২ঃ পত্রিকা এবং প্রকল্পের তথ্য উভয়েই অধিক্রমন স্থান ৫
মানচিত্র ০৩ঃ তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত এলাকা (নাম-উল্লিখিত জায়গা সমূহ) ৬
মানচিত্র ০৪ঃ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ময়মনসিংহ পৌরসভায় ঘটনাসমূহ সংঘটনের স্থান ১৫
মানচিত্র ০৫ঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ময়মনসিংহ পৌরসভায় ঘটনাসমূহ সংঘটনের স্থান ১৫
মানচিত্র ০৬ঃ পর্যবেক্ষণকৃত এলাকার রোডম্যাপ ১৭
মানচিত্র ০৭ঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শহরের জনগণের মানসপটে অঙ্কিত শহরের চিত্র ২৪
মানচিত্র ০৮ঃ মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪ জন ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের মানচিত্র ২৫
মানচিত্র ০৯ঃ শহরের জন্য গুরুত্বপূর্ন স্থানসমূহ ২৮
মানচিত্র ১০ঃ পর্যবেক্ষণকৃত এলাকার ভূমি ব্যবহার ২৯

অধ্যায় ০১- ভূমিকা

১.১. গবেষণার পটভূমি

পরিকল্পনা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া। পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ধরনের মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। Forester এর মতে পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যতের কর্মের নির্দেশিকা। "Urban Planning Theory since 1945" নামক বইতে বলা হয়েছে, পরিকল্পনা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পর্কে চিন্তা করার একটি সংগঠিত প্রক্রিয়া (Taylor, 2007)। পরিকল্পনা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন শ্রেণি ও সামাজিক গোষ্ঠীর পছন্দসই মান এবং মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে প্রবৃদ্ধি এবং শৃঙ্খলা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে জনসংখ্যা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কার্যক্রমসমূহের পরিবর্তন এবং তাদের বিতরণকে নগর পরিবেশের সাথে অন্তর্ভূক্ত করে থাকে।

সহজ কথায়, পরিকল্পনা হলো "কখন, কোথায়, কিভাবে এবং কারা" কোন কাজ সম্পাদন করবে তা পুর্বেই নির্ধারণ করা। পরিকল্পনা বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যতে যেখানে যেতে চাই তাঁর মধ্যকার ফাঁকা স্থানে সেতু হিসেবে কাজ করে। পরিকল্পনা লক্ষ্য, নীতি, পদ্ধতি এবং বিকল্পগুলি থেকে নির্দিষ্ট প্রোগ্রামগুলির নির্বাচনকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা একটি পূর্বনির্ধারিত কর্ম। এটি এমন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া যা করার আগে চিন্তাভাবনা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় ভবিষ্যতে ভাল কর্মক্ষমতা অর্জন করার জন্য এটা একটা প্রচেষ্টা। পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান অংশ (Kumar, 2013)।

নগর পরিকল্পনাকে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে যেমন নগর অঞ্চল পরিকল্পনা, আঞ্চলিক পরিকল্পনা, গ্রামীন পরিকল্পনা, শহর পরিকল্পনা ইত্যাদি। এই পরিকল্পনা বিভিন্ন ধরনের এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে হয়ে থাকে (Taylor, 2007)। আবার "Co-evolutions of planning and designt Risks and benefits of design perspectives in planning systems" নামক বইতে নগর পরিকল্পনা ও পরিকল্পনাবিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "নগর পরিকল্পনা শহর, উপশহর এবং গ্রামীন এলাকায় সুসংহত উন্নয়নকে পরিচালনা করে। যদিও নগর পরিকল্পনা প্রধানত বসতবাড়ী ও সম্প্রদায়ের পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথাপি নগর পরিকল্পনা, জল/জলাভূমি এবং সম্পদের ব্যবহার, গ্রামীণ ও কৃষি জমি, পার্ক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশগত তাৎপর্যপূর্ন এলাকাগুলির সংরক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্যও দায়ী। আর পরিকল্পনাবিদরা সাধারণত গবেষণা ও বিশ্লেষণ, কৌশলগত চিন্তাভাবনা, স্থাপত্য, শহরের নকশা, জনসচেতনতা, নীতি প্রস্তাবনা, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে"(Van Assche, et.al, 2013)।

নগর পরিকল্পনা একটি কারিগরী প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভূমির ব্যবহার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিসেবা ব্যবস্থাপনা, স্থাপত্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবেশ ইত্যাদির নকশা প্রণয়ন করা হয়। এতে করে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির পাশাপাশি সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। বর্ধিষ্ণু নগরায়ন এবং অভিবাসনের প্রেক্ষাপটে আগামীতে এদেশের শহরগুলো আকারে গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। ফলে দিনে দিনে শহর বাসযোগ্যতা হারাবে, জীবন হয়ে উঠবে দুর্বিসহ (Wikipedia, 2017)।

এই কারণে নগর পরিকল্পনা বা নগর ব্যবস্থাপনা সারা বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটি এখনো সেভাবে পরিচিত নয়। নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানভেদে অবকাঠামোগত বিন্যাস ও ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। যেহেতু, নগর সম্পর্কিত গবেষণা ও বিশ্লেষণ, কৌশলগত চিন্তা, স্থাপত্য, নগর নকশা, জনমত নিরীক্ষণ, নীতিমালা

প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নগর পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত, সেহেতু, নগরের পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট নগরের বৈশিষ্ট্যসমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন করা একান্ত জরুরী (Wikipedia, 2017)।

"রিদম" হলো শক্তিশালী, নিয়মিত, পুনরাবৃত্তিক আন্দোলন বা শব্দ। "রিদম" সম্পর্কে Lefebvre বলেছেন "জনগন, প্রকৃতি এবং স্থান সর্বত্র রিদম দেখা যায় এবং প্রায়শঃ এটা স্বতস্ফূর্তভাবে অভিজ্ঞ এবং উদ্ভাসিত। লোকজন স্বাভাবিকভাবেই এবং প্রত্যক্ষভাবে রিদেমের ধারণাটি স্বীকার করে এবং প্রত্যেকেই এর বোঝার এবং ধারন করার ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস করে" (Lefebvre 2004t 5)।

"City Rhythm" একটি স্বীকৃত এবং প্রয়োজনীয় রূপক, যা আধুনিক নগর জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে। এ ধারনা শহর জীবনের বিভিন্নতা অথবা বৈচিত্র্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বুঝতে সাহায্য করে। এই রিদম/ছন্দ গুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামো, জনসংখ্যার বিন্যাস (বয়স, ধর্ম, অভিবাসন অবস্থা, ইত্যাদি), উন্নয়ন ও অবকাঠামোর অবস্থান, সময় সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর উপর নির্ভর করে। কিন্তু এছাড়াও, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোও সমান গুরত্বপূর্ণ। শক্তিশালী ছন্দটি/রিদমটি শহরের সময়, জনজীবন ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে প্রত্যন্ত এলাকার সাথে শহরের এলাকার সংযোগকে বজায় রাখে (Wikipedia, 2007)।

আমাদের শহরগুলির নাগরিক জীবন, কাজকর্ম এবং বিভিন্ন স্থানের চলাচলের মধ্যে রিদম পাওয়া যায়। সমভাবে স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় এবং সামাজিক সময়ের সমন্বয়েও রিদম পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবন এবং স্থানিক রিদম প্রত্যেকেরই স্থানের সাথে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। আবার শহর এলাকায় রিদমকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক এবং স্থানিক এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সামাজিক রিদম সাংস্কৃতিক রিদমের উপর নির্ভর করে এবং এরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত (Wunderlich, 2008)। শহরের বৈশিষ্ট্যসমূহ সংশ্লিষ্ট নগরের জনসাধারণের প্রাত্যহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ছন্দের মতো আবর্তিত হয়। এই ছন্দ সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হলে শহরের পরিকল্পনার সর্বোত্তম ফলাফল বয়ে নিয়ে আসবে।

১.২. গবেষণা এলাকার পরিচিতি

এই গবেষণার জন্য ময়মনসিংহ পৌরসভা এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এই পৌরসভায় ২,৫৮,০৪০ লোকের বসবাস (বিবিএস, ২০১১)। এখানে ২১টি ওয়ার্ডের মধ্যে জনসংখ্যার পরিমাণ এবং ঘনত্বের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আবাসিক এলাকা এবং বাণিজ্যিক এলাকার মধ্যেও এই পার্থক্য বিদ্যমান। এছাড়া এ সকল এলাকায় তাদের কার্যক্রমের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। ময়মনসিংহ শহরে অনেক সরকারী আঞ্চলিক অফিস এবং বেসরকারী কোম্পানী ছাড়াও অনেক শিল্প কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর কালে ময়মনসিংহ শহরটির প্রত্যাশিত উন্নতি হয়নি, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শহরটির অধিকাংশ বাড়ি ঘর দোতালা। এখানে বাণিজ্যিক স্থাপনার সংখ্যাও অল্প। এই পৌরসভার আয়তন ২১.৭৩ বর্গ কিঃ মিঃ (বিবিএস, ২০১১)। এটি ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত।

ময়মনসিংহের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। জেলা সদর থেকে পাকা সড়ক পথে উপজেলার এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রায় সারা বছরই মোটরযান চলাচলের উপযোগী পাকা/কাঁচা রাস্তা রয়েছে। ময়মনসিংহ শহরের প্রধান পরিবহন হলো রিক্সা এবং খুব মন্থর গতিতে কিছু সংখ্যক গাড়ীও এখানে চলাফেরা করে। শহরটি রোড নেওয়ার্কের মাধ্যমে ভালোভাবে যুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ রাস্তা সরু এবং সেখানে গাড়ি চলাচল করা অত্যন্ত কঠিন। মেরামতের অভাবে রাস্তাগুলোর অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। স্কুল এবং অফিসের সময়ে রাস্তাঘাটে যানযটের সৃষ্টি হয়। ১৯৯৬ সালের জাতীয় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের সাথে ময়মনসিংহ যুক্ত

হয় কিন্তু অধিকাংশ লোক এখনো কাঠের বা কেরোসিনের চুলা ব্যবহার করে। এছাড়া কিছু লোক গ্যাসের সিলিন্ডারও ব্যবহার করে থাকে (GoB, 2011)।

পূর্বে পাট উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে ময়মনসিংহ শহর পরিচিত ছিল। ময়মনসিংহ শহরের নদী ও লেকে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, ফলে সেখানে মাছকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার লাভ করেছে। গত ১০ বছরে বাংলাদেশের মৎস্য খাতে ময়মনসিংহ সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে। ময়মনসিংহে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশি। বিনোদনের জন্য ময়মনসিংহ পৌরসভায় কিছু পার্ক রয়েছে। বিকেলে এসব পার্কে প্রচুর জনসমাগম দেখা যায় (Wikipedia, 2008)।

মানচিত্র ০১ঃ ময়মনসিংহ পৌরসভা এবং তার আশেপাশের এলাকা

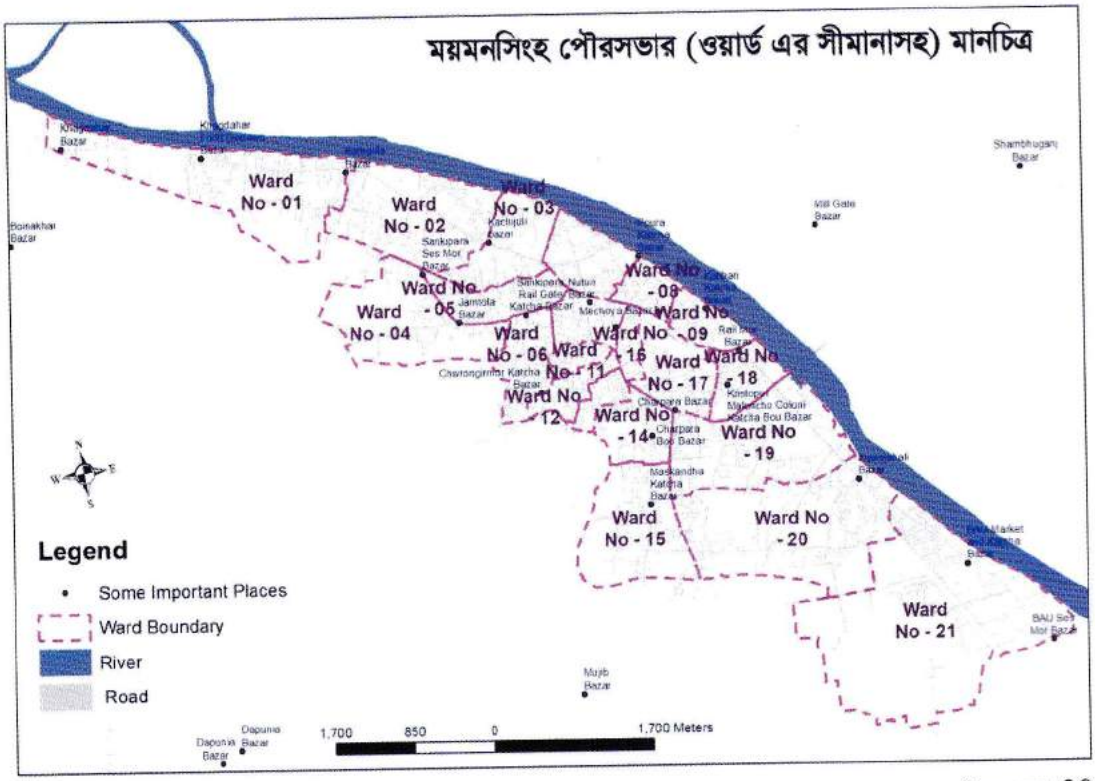

উৎসঃ এমএসডিপি

১.৩. গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ময়মনসিংহ শহরের Rhythm সম্পর্কে জানা এবং পরিকল্পনায় উক্ত উপাদানসমূহ কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ লক্ষ্য অর্জনকল্পে, নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ময়মনসিংহ শহরের লোকজনের প্রাত্যহিক কার্যক্রম সর্ম্পকে পরিষ্কার ধারনা অর্জন করা।
- শহরের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম সর্ম্পকে জানা।
- বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে শহরের ছন্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত গুরুত্বপূর্ন স্থান সমূহ খুঁজে বের করা।

পরিশেষে, এই গবেষনার মাধ্যমে ছন্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত, গুরুত্বপূর্ন স্থানসমূহ এবং নাগরিকদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করাই হবে আলোচ্য গবেষনার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য।

১.৪. গবেষণার পদ্ধতি এবং উপকরণ

১.৪.১. গবেষণা এলাকা নির্বাচন

এ গবেষণায় গবেষণা এলাকা হিসেবে ময়মনসিংহ পৌরসভা এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে। ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহ পৌরসভা একটি প্রাচীন জনপদ। ১৯০৫ সালে এর নাম ছিল নাসিরাবাদ মিউনিসিপালিটি এবং ১৯৬০ সালে ছিল মিউনিসিপাল কমিটি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিল এবং মিউনিসিপাল কমিটি (সংশোধিত) আদেশ ১৯৭২ এর মাধ্যমে ময়মনসিংহ মিউনিসিপাল কমিটি পৌরসভায় রূপান্তর হয়। ময়মনসিংহ পৌরসভায় ২১টি ওর্য়াড এবং ৮৫টি মহল্লা রয়েছে (বিবিএস, ২০১১)।

উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ বিভাগ বাংলাদেশের অষ্টম প্রশাসনিক বিভাগ। ১৮২৯ সালে ঢাকা বিভাগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ২০১৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল ঢাকা বিভাগের অংশ ছিল। ২০১৫ সালের ১২ জানুয়ারী মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঢাকা বিভাগ ভেঙ্গে নতুন ময়মনসিংহ বিভাগ গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। ২০১৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ৪টি জেলা জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা নিয়ে ময়মনসিংহ বিভাগ গঠিত হয় (GoB, 2016)।

পূর্বতন ১৭ টি জেলা শহরের ভেতরে ময়মনসিংহ অন্যতম, যেটা উক্ত অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এছাড়াও, এলাকাটি শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। এমএসডিপি প্রকল্পের আওতায় উক্ত এলাকায় বেশকিছু জরিপকার্য সম্পাদিত হয়েছে, যার ফলে এখানে এলাকা সম্পর্কিত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, স্থানিক এবং অবকাঠামোগত তথ্য সহজপ্রাপ্য। উপরন্তু, এলাকাটি পরিকল্পনাধীন হওয়ায়, এই গবেষনালব্ধ জ্ঞান এবং নির্দেশনা পরিকল্পনায় ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

১.৪.২. গবেষণার একক

ময়মনসিংহ শহরের অর্থনৈতিক সকল শ্রেণীর (উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত) শিশু, কর্মজীবি নারী ও গৃহিনী, কর্মজীবি পুরুষ ও বয়স্ক পুরুষ এই ৫ ধরনের জনগোষ্ঠীকে গবেষণার একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে কারন এতে সকল শ্রেনীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়, যেখানে এই প্রত্যেক শ্রেণীর চিন্তাধারা, জীবনাচরণ এবং মূল্যবোধে পার্থক্য রয়েছে।

১.৪.৩. তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

এই গবেষনাকার্যটি সম্পাদনের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ননা নিম্নে (ক্রমানুসারে) প্রদান করা হলো।

ধাপ ১ঃ

প্রথমে ময়মনসিংহ স্ট্র্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (এমএসডিপি), ২০১১-২০৩১ প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক জরিপের তথ্য এবং উপাত্তসমূহ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনানুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখান থেকে নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, চলাচলের ধরন, ভূমি ব্যবহার এবং গুরুত্বপূর্ন স্থানসমূহ সম্পর্কে একটা ধারনা পাওয়া যায়। এই তথ্যভান্ডার থেকে ময়মনসিংহ শহরকে তারা কীভাবে দেখেন, সে সম্পর্কেও একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।

ধাপ ২ঃ

এরপর, ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত অনলাইন পত্রিকাসমূহের (ময়মনসিংহ প্রতিদিন, আমাদের ময়মনসিংহ) ১ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ঘটনা (যেমন পুষ্প মেলা, পিঠা উৎসব ইত্যাদি) এবং তথ্যসমূহ বিশ্লেষন করা হয়। এখান থেকে ঘটনার প্রকৃতি এবং উক্ত ঘটনা সংঘটনের স্থানসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা যায়।

ধাপ ৩ঃ

মাঠ পর্যায়ের জরিপের স্থান নির্বাচনের জন্য পত্রিকা হতে প্রাপ্ত তথ্যের স্থানিক বিশ্লেষণ এবং এমএসডিপি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আইকনিক স্থান বা গুরুত্বপূর্ন স্থানের তথ্য স্থানিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। পত্রিকা থেকে প্রায় ২১ টি স্থানের নাম এবং প্রকল্পের তথ্য থেকে ১০৪টি স্থানের নাম পাওয়া যায়। এরপর, প্রকল্পের তথ্য থেকে যে সকল স্থানের ঘটনার ঘটন সংখ্যা ১, সেই স্থানগুলোকে বাদ দিয়ে মোট ২১ টি স্থানের নাম পাওয়া যায়।

মানচিত্র ০২ঃ পত্রিকা এবং প্রকল্পের তথ্য উভয়েই অধিক্রমন স্থান

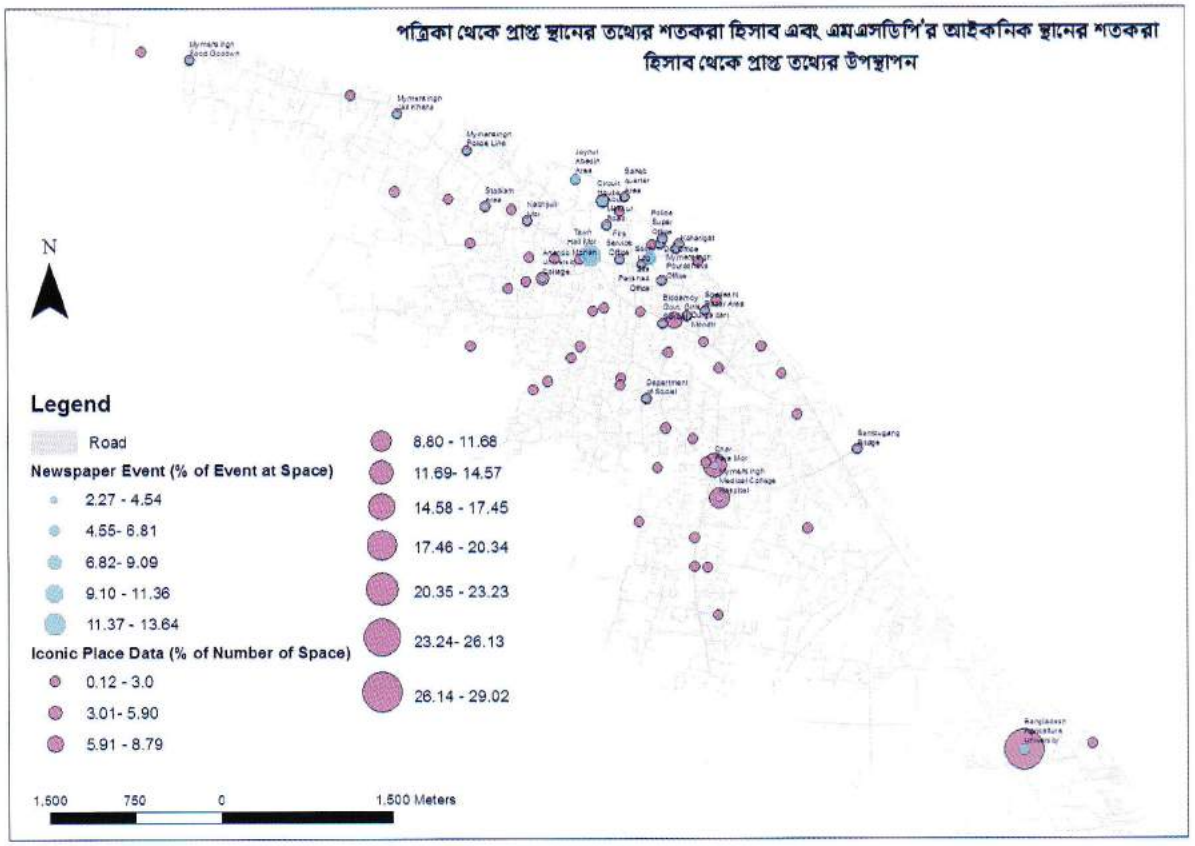

উৎসঃ গবেষনাকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

যে সব জায়গায় পত্রিকা এবং প্রকল্পের তথ্য উভয়েই অধিক্রমন (Overlap) করে সেই স্থান গুলোকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। মানচিত্র ০২-এ পত্রিকা ও এমএসডিপি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ন স্থানের অধিক্রমনের চিত্র এবং মানচিত্র ০৩-এ তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত এলাকা (নাম উল্লিখিত জায়গা সমূহ) দেখানো হলো। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইকনিক স্থান হিসেবে ময়মনসিংহবাসীর নিকট স্বীকৃত। যেহেতু উক্ত এলাকাটি পুরোপুরি শিক্ষা এলাকা এবং শহরের কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত এজন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার তথ্য বাদ দিয়ে এমএসডিপি প্রকল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ধাপ ৪ঃ

মাঠ পর্যায়ের জরিপের স্থান নির্বাচনের পরে উক্ত স্থানগুলোতে তিন ধরনের জরিপ চালানো হয়। প্রথম পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জনসমাগম, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা নেয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে উক্ত স্থানসমূহে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে জরিপকার্য চালানো হয়। এ জরিপে তিন শ্রেনীর জনসাধারনের (অনুচ্ছেদ ১.৪.২ দ্রষ্টব্য) তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ কাজে প্রতি শ্রেনীর ৭ জন করে নমুনা নির্ধারন করা হয়। এই নমুনা নির্ধারন করা হয়েছে মিশ্র পদ্ধতিতে। প্রথমে এলাকাগুলো নির্ধারন করা হয়েছে এবং তারপর গুচ্ছ (ক্লাস্টার) নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে নমুনা নির্ধারন করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে উক্ত স্থানসমূহে দৈবচয়নের (র‍্যানডম স্যাম্পলিং) ভিত্তিতে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। এ জরিপেও তিন শ্রেনীর জনসাধারনের (অনুচ্ছেদ ১.৪.২ দ্রষ্টব্য) তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

মানচিত্র ০৩ঃ তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত এলাকা (নাম-উল্লিখিত জায়গা সমূহ)

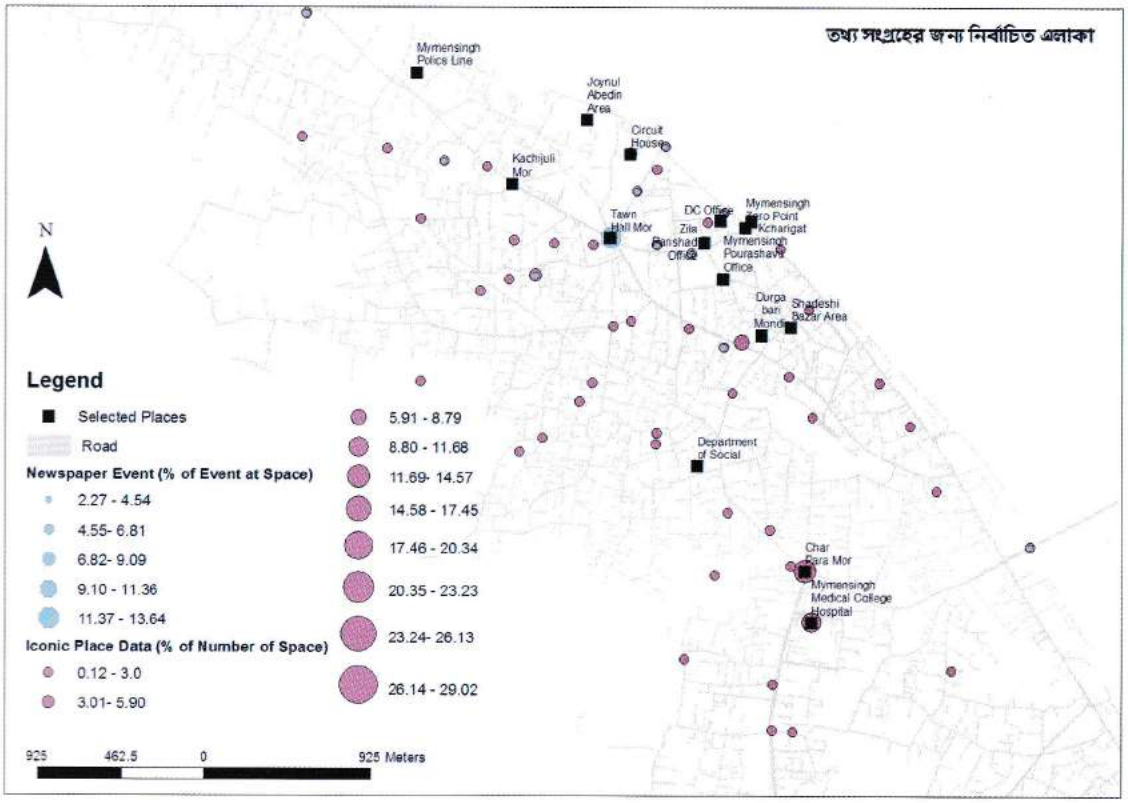

উৎসঃ গবেষনাকারী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

ধাপ ৫ঃ

উপরোক্ত তথ্যসমূহ এবং তাদের বিশ্লেষণ থেকে ময়মনসিংহ শহরের জনগণের প্রাত্যহিক কার্যক্রম সর্ম্পকে পরিষ্কার ধারনা পাওয়া যায় এবং শহরের জনসমাগম স্থানও ব্যক্তির চলাচল সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। ফলে, এ থেকে শহরের ছন্দ এবং ছন্দ পতন (রাস্তার ক্ষেত্রে যানযট, বাজারের ও পার্কের ক্ষেত্রে জনসমাগম) সম্পর্কে একটি স্থানিক ধারণা পাওয়া যায়। পাশাপাশি, এই তথ্য সমূহ বিশ্লেষণ করে উক্ত ছন্দ/ছন্দসমূহের বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব। সেখান থেকে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য সহায়ক নীতিমালা পরিকল্পনা প্রনয়নের সময় ব্যবহার করলে পরিকল্পনা আরো জনবান্ধব এবং টেকসই করা সম্ভব। উদাহরনস্বরূপ, মাঠ পর্যায়ের জরিপ এবং আইকন স্থানের মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শহরের Rhythm এবং Rhythm এর ব্যত্যয় এর চিত্র এবং স্থানিক সর্ম্পক বের করে পরিকল্পনায় কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

১.৫. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণাকর্মে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সীমাবদ্ধতা সমূহ নিম্নরূপ।

- সময় স্বল্পতা ছিল এই গবেষনা কর্মের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা, গবেষনা এলাকা দূরে হওয়ায় গবেষনা এলাকায় যাতায়াত ছিল সংক্ষিপ্ত আকারের।
- সম্পদের অপ্রতুলতা
- গবেষনা কর্মে জনবল কম ছিল
- তথ্যের অপর্যাপ্ততা
- মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য প্রদানে অনীহা

১.৬. উপসংহার

সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে গবেষণার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং গবেষণার পদ্ধতি বর্ননা করা হয়েছে। গবেষণার মাঠ পর্যায়ের জরিপ থেকে সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণার পদ্ধতি এবং গবেষণার একক নির্বাচনে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এই থেকে ময়মনসিংহ শহরকে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে দেখা, শহরে বসবাসকারী জনগনের দৈনন্দিন কার্যক্রমকেও একটি ভিন্ন দেখা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তিতে এই তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনায় ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

অধ্যায় ০২- ছন্দ (রিদম) এবং ময়মনসিংহ শহর

২.১. সূচনা

"রিদম" (Rhythm) শব্দটি গ্রীক শব্দ "Rhythomos" থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ হচ্ছে "গতিশীলতার পরিমাপ বা প্রবাহ"। এখানে আমাদের জীবনে নিত্যদিনের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি বর্ননা করা হয়। অর্থাৎ, ছন্দ (রিদম) হল স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা মানুষের কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং এরা সর্বদা স্থান ও সময়ের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ ছন্দ (রিদম) হল দর্শন (দেখা) ও উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করা (Wikipedia, 2005)|

২.২. শহরের ছন্দ (রিদম)-এর ধারনা

"City Rhythm" শব্দগুচ্ছকে একটি রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শহরের লোকজনের নিয়মিত চলাচল, শহরগুলোতে ঘটমান পুনরাবৃত্তিমূলক কার্যক্রম, শব্দ এবং গন্ধ, যা শহরগুলোতে নিয়মিত ঘটে, তা-ই "City Rhythm"। সাধারণত পূর্বে প্রভাবশালী/প্রধান নগর/নাগরিক চিন্তার বিষয়কে কেন্দ্র করে "City Rhythm" বোঝার চেষ্টা করা হতো এবং এর ফলে এই নগর জীবনের অন্যান্য অনেক দিক বাদ পড়ে যেত। প্রভাবশালী বা প্রধান "City Rhythm" একটি শহরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছন্দ বা রিদম, যা শহরের মধ্যে এবং অন্য শহরের সাথে এই শহরের রূপায়ণ, গঠন এবং স্থান ভিত্তিক পার্থক্য তুলে ধরে। একই সাথে এটা শহরের অন্যান্য রিদম গুলোকে প্রভাবিত করে যদিও এটা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অতীতে শহরগুলোর ধর্মীয় প্রভাব অনেক বেশী ছিল কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রভাব অনেক বেশী (Wikipedia, 2007)। আমাদের শহরগুলির নাগরিক জীবন, কাজকর্ম এবং বিভিন্ন স্থানের চলাচলের মধ্যে রিদম পাওয়া যায়। সমভাবে স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় এবং সামাজিক সময়ের সমন্বয়েও রিদম পাওয়া যায়। রিদমের বিশ্লেষণ থেকে দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায় (Elden 2004 viii.)।

শহরের ছন্দ (রিদম) দৈনন্দিন এবং স্থানিক এই দুই ধরনের হয়ে থাকে। শহর এলাকার জনসাধারনের প্রাত্যহিক কাজকর্মে এবং শহুরে জীবনের সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ছন্দ (রিদম) সনাক্ত করা যায়। দৈনন্দিন জীবনে ছন্দ (রিদম) হল সামাজিক, প্রাকৃতিক, শারীরবৃত্তীয় বা জৈবিক নিয়মতান্ত্রীকতা। সামাজিক ছন্দ (রিদম) হচ্ছে নিয়মতান্ত্রীক বা অনিয়মতান্ত্রীক কর্মকান্ডের পর্যায়ক্রমিক সমাহার যেটা আমাদের সামাজিক সময়কে গঠন করে (Wunderlich, 2008)|

স্থানিকভাবে "রিদম" হচ্ছে জনগন ও স্থানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া যা জনগন ও স্থানের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায়। এই রিদম প্রাকৃতিক রিদম দ্বারা আরোপিত যেমন দিন ও রাতের চক্রাকার পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদি। সামাজিক, স্থানিক এবং প্রাকৃতিক "রিদম" একসাথে নগরের প্রতিদিনের জীবনকে প্রভাবিত করে, নগর পরিবেশকে আকৃতি দেয়, নগরের পরিচয়ের স্থান চিহ্নিত করে এবং নাগরিক আত্মোপলব্ধির জন্য দায়ী থাকে। এই পটভূমিতে আরবান রিদম নগরের সময় এবং স্থান সম্পর্কে ধারনা দেয়। নগরের স্থান গুলোকে বোঝার জন্য আরবান রিদম খুবই গুরুত্বপূর্ণ (Wunderlich, 2008)|

প্রাকৃতিক এবং শারীরবৃত্তীয় বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমিক নিয়মানুবর্তিতায় একটা আকার গ্রহণ করে যেটা স্থানের সাথে সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণের সমন্বয় সাধন করে। এই স্থানিক ছন্দ, গতিশীল এবং স্থবির- উভয়ই হতে পারে। রিদমের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছেঃ তারা সময় সংগঠিত এবং স্থান নির্দিষ্ট হয়। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে সময় যেমন বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত (যেগুলো মূলতঃ স্থানের সাথে সম্পর্কবিহীন), সেখানে ছন্দ হচ্ছে যে কোন স্থানে অনুভব করা মূর্ত (বাস্তব) সময় (Lefebvre, ২০০৪)।

আরবান রিদমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। কিছু নিয়মিত বা নিয়ম মাফিক নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট হারে হয়ে থাকে। প্রাত্যহি জীবন এবং স্থানিক রিদম প্রত্যেকেরই স্থানের সাথে ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। যেখানে প্রাত্যহিক জীবনের রিদম কিছু ক্ষে দ্বরা প্রভাবিত হয় সেখানে স্থানিক রিদম হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গার অন্তর্নিহিত অংশ (Wunderlich, 2008)।

২.৩. ময়মনসিংহ শহরের ছন্দ (রিদম)-এর উপাদানসমূহ

শহরকে নগরে রূপান্তর করার কাজটা খুব সহজ নয়। যেমন সহজ নয় নগরীকে এবং নগরীর মানুষকে বুঝে ওঠা। আবার এই ওঠার কাজটা ঠিকমত করতে না পারলে বাসযোগ্য নগরী তৈরী করাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। সরু রাস্তা, জলাবদ্ধতা, যা অপ্রতুল যানবাহন এবং অপ্রতুল সেবা নিয়ে ময়মনসিংহ দিনে দিনে বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে যা এই শহরকে নিয়ে প করাটাকে করে তুলছে আরো দুরূহ।

ময়মনসিংহ পরিকল্পনা করে গড়ে ওঠেনি। তাই এই নগরীর নির্দিষ্ট কোন চরিত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। এটা এ অঞ্চলে প্রশাসনিক শহর। এখানে রয়েছে একটি সামরিক এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটি ঘাঁটি। অনেকগুলো সরকারী বেসরকারী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এটা একটা শিক্ষা নগরীও। দেশের বিশেষায়িত এবং সবচেয়ে বড় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি এখানে (GoB, 2016)। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এই শহরকে সমৃদ্ধ বলা যায়। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এই শ নিম্নলিখিত বৈশষ্ট্যসমূহের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

- উৎসবের শহর
- শিক্ষার শহর

২.৩.১. উৎসবের শহর

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কবি আর কবিতার শহর, শিল্পাচার্যের শহর, সংস্কৃর্তির শহর ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ 'মৈমনসিংহ গী পটভূমি। হাজার বছরের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির সুবর্ণরেখা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় এই জনপদ বাংলা ভাষা ও বাঙালির স এক ঐতিহাসিক পটভূমির বিশাল ক্যানভ্যাস। লোক সংস্কৃতি, লোক উৎসব, লোকসংগীত, লোকগাঁথার দিক দিয়ে ময়ম হলো তীর্থস্থান। মাঠ পর্যায়ের জরিপ এবং পত্রিকার খবর বিশ্লেষণ করে ময়মনসিংহ শহরের নিম্নলিখিত উৎসব সম্পর্কে জা (GoB, 2016)।

নবান্ন উৎসব

ময়মনসিংহ জেলাতে সুদূর অতীত হতে নতুন ধান উঠা উপলক্ষ্যে নবান্ন উৎসব প্রতি ঘরে ঘরে পালিত হয়ে আসছে। অ মাসে নতুন ফসল ঘরে উঠানোর পর ঐতিহ্যবাহী খাদ্য পরিবেশনের নামই হলো নবান্ন। নবান্নে পিঠা পার্বণের সাথে সাথে কিচ্ছা, কাহিনী, গীত, জারি এই সবকে উপজীব্য করে চলে রাত্রীকালীন গানের আসর (GoB, 2016)।

পিঠা উৎসব

অগ্রহায়ণ পৌষের শীতে নবান্নের পিঠা-মিষ্টি উৎসবের সময় ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এক উৎসব মুখর পরিবে করে। নানা ধরণের পিঠার মধ্যে রয়েছে তেলের পিঠা, মেরা পিঠা, পাটি সাপটা, মসলা পিঠা, পুলি পিঠা, গুলগুল্যা পি পিঠা, ভাপা পিঠা, দুধ কলা পিঠা, চিতল পিঠা, খেজুর রসের পিঠা, নকসী পিঠা ইত্যাদি (GoB, 2016)।

নববর্ষ ও মেলা

ময়মনসিংহ জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে এখনও শহরের মতো বর্ষবরণের প্রচলন শুরু না হলেও অতি প্রাচীনকাল হতে এখানে বিরল অথচ লোকজ ঐতিহ্যের দাবী নিয়ে দীপশিখা জ্বালিয়ে বাংলা বর্ষ বিদায়ের এবং নতুন বর্ষবরণের এক নীরব আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় (GoB, 2016)।

নৌকা বাইচ

বর্ষাকালে নদী বা বড় বড় খালগুলি যখন পানিতে পরিপূর্ণ থাকে তখন বিভিন্ন স্থানে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার আকারে আয়োজিত এসব নৌকা বাইচ অনুষ্ঠান স্থানীয় প্রশাসন এর সহযোগিতায় আয়োজন করা হয় (GoB, 2016)।

জাতিগত/আঞ্চলিক/ভৌগোলিক বিশেষ অনুষ্ঠানমালা

এ জেলায় বসবাসরত গারো, হাজং, কোচসহ অন্যান্য আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা পালন করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এ জেলার আদিবাসীরাও বৈশাখী মেলা, ঈদ উৎসব, দূর্গাপূজাসহ অন্যান্য উৎসব জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করে থাকেন। এসব অনুষ্ঠানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত, নির্মল ভ্রাতৃত্ববোধ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একে অন্যকে জানার স্পৃহা ও আগ্রহভরা অংশগ্রহণ (GoB, 2016)।

২.৩.২. শিক্ষার শহর

ময়মনসিংহ শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অসংখ্য। এগুলোর মধ্যে রয়েছে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, কারিগরী বিদ্যালয় ইত্যাদি। এগুলোর ভেতর বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত। আশেপাশের অনেকগুলো জেলার শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটায় এ শহর।

ময়মনসিংহ শহর বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষানগরী হিসাবে পরিচিত। ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অবস্থিত। এছাড়া এখানে মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ইত্যাদিসহ অনেক খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উল্লেখ্য এ শহরে শতকরা ৯৩ জন শিক্ষিত।

২.৪. উপসংহার

আরবান রিদম এর বিশ্লেষণ স্থানকে নতুন আঙ্গিকে পর্যবেক্ষন করতে এবং বুঝতে সাহায্য করে যা শহরের সম্ভাবনাময় স্থান গুলোর বিশ্লেষণ মূল্যায়ন ও নকশা প্রনয়নে গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে থাকে। সুতরাং উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের মাধ্যমে ময়মনসিংহ শহরের ছন্দ/রিদম সম্পর্কে একটি ধারনা পাওয়া যাবে। শহরের সুষ্ঠু পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এ ধরনের তথ্য সহযোগিতা করবে।

অধ্যায় ০৩- তথ্য এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ

৩.১. সূচনা

প্রশ্নপত্র জরিপ, মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষন, এমএসডিপি-এর ৯৩৮টি প্রশ্নপত্র এবং ময়মনসিংহের স্থানীয় সংবাদপত্রের মা গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই অংশে ময়মনসিংহ শহরের আর্থ সামাজিক অবস্থা, দৈনন্দিন কার্যক্রম, উৎসব, সময়ের কর্মকান্ড, দৈনন্দিন চলাচল, আইকনিক স্থান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণপুর্বক রিদম/আরবান সাথে সেগুলোর সম্পর্ক বের করা হয়েছে। ।

৩.২. ময়মনসিংহ শহরের আর্থ সামাজিক অবস্থার তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ

ময়মনসিংহ শহরের আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে পরিবারের আকার, ধর্ম, পেশা, শিক্ষা, ব্যয় সম্পর্কিত একটি চি ধরা হলো। ময়মনসিংহ শহরে পরিবারের গড় আকার ৪.৪৮। এখানে বেশিরভাগ পরিবারগুলির সদস্যসংখ্যা ৪ জন। শহ ৮৪ শতাংশ একক পরিবার পাওয়া যায়, যার মধ্যে মুসলিম পরিবারের আধিক্য রয়েছে। পরিবারগুলোর ৮৭.৭% মুসলিম চিত্রে জরিপ থেকে প্রাপ্ত পরিবারগুলোর ধর্মীয় অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হলো।

চিত্র ৩.১ঃ ময়মনসিংহ শহরের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহ (পরিবার)

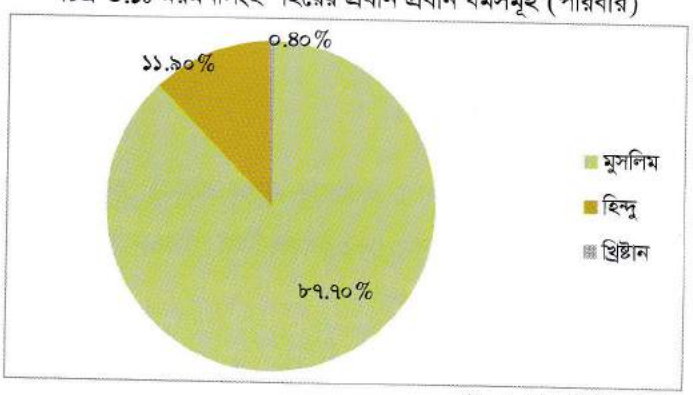

উৎসঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ

চিত্র ৩.২ঃ ময়মনসিংহ শহরের জনসংখ্যার পিরামিড

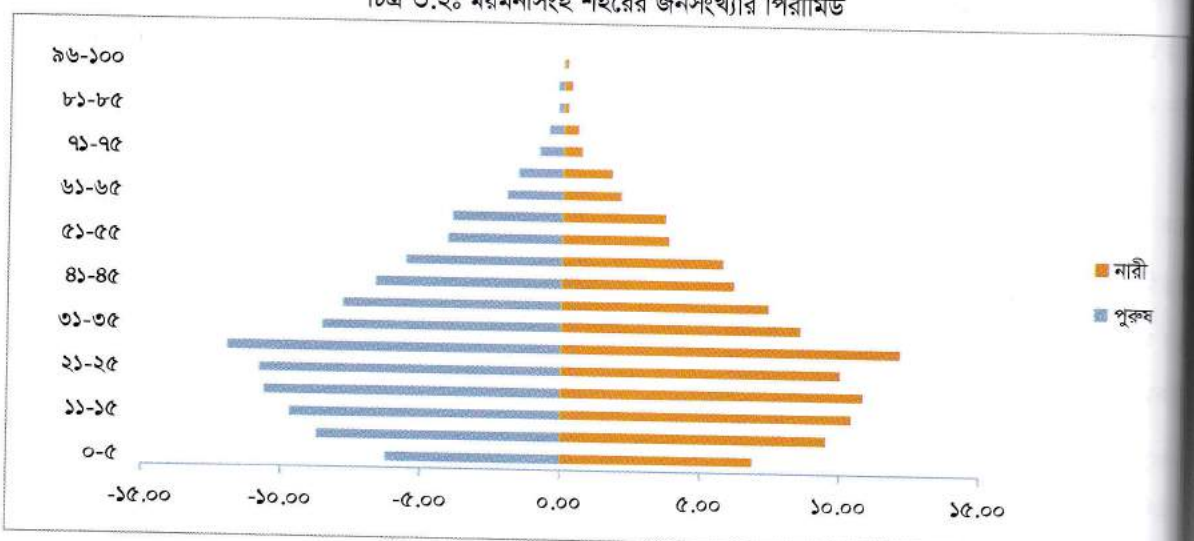

উৎসঃ এমএসডিপি মাঠ

জরিপ থেকে দেখা যায়, শহর এলাকায় ১০ থেকে ২০ বছর বয়সি পুরুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং ৭০ বছর বয়সের উপরে জনগণের সংখ্যা একেবারেই কম। অন্যদিকে, জরিপকৃত পরিবারের মধ্যে ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী মহিলাদের সংখ্যা বেশি।

জরিপ থেকে দেখা যায়, শহর এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৬.৭ শতাংশ। ব্যবসায়ী লোকজনের সংখ্যা প্রায় ১৩.১ শতাংশ। কৃষিজীবি জনসংখ্যা মাত্র ০.৫ শতাংশ। ময়মনসিংহ শহরের জনসাধারণের শিক্ষাগত যোগ্যতার জরিপ তথ্য যাচাই করে দেখা যায় বেশিরভাগ জনগণ উচ্চশিক্ষিত। ১৯.৪ শতাংশ লোক প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডি পার হয়েছেন। মাঠ জরিপের তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা যায়, ৭.২ শতাংশ লোক পেশাজিবি। শহরের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৩ শতাংশ শিক্ষিত। খরচের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শহর এলাকায় খাদ্য ব্যয় সবচেয়ে বেশী এবং তা মোট ব্যয়ের ৫০.১ শতাংশ। শিক্ষার তথ্যের বিশ্লেষণ মূলক চিত্র নীচে দেওয়া হলো।

চিত্র ৩.১ঃ ময়মনসিংহ শহরের জনগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা

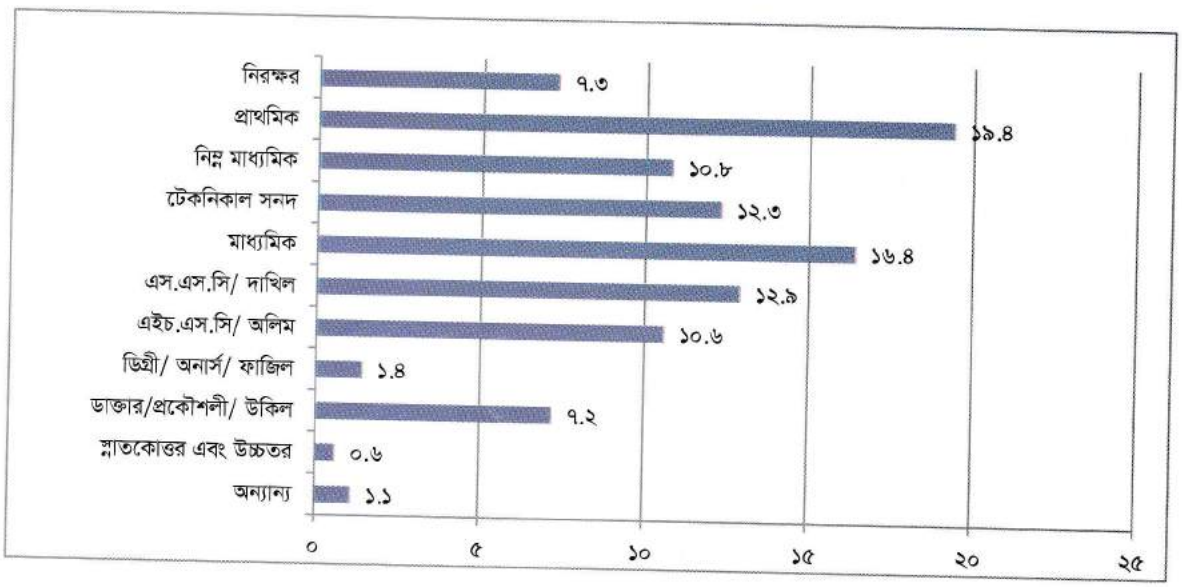

উৎসঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ

আরবান রিদম জনসংখ্যার বিন্যাসের উপরও নির্ভর করে। তথ্য বিশ্লেষণ করে শহরের যে রিদম পাওয়া যায় তা এই নির্দিষ্ট বিন্যাসের জন্য প্রযোজ্য। এই বিন্যাসের পরিবর্তনের সাথে শহরের রিদমের পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থ সামাজিক তথ্য অনুযায়ী যদিও এলাকাটি মুসলিম অধ্যুসিত, তথাপি উক্ত এলাকায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসবগুলো অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এবং সবাইকে সাথে নিয়ে পালিত হয়ে থাকে (পত্রিকার সংবাদ এবং মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষন)।

৩.৩. ময়মনসিংহ শহরের পরিচিত স্থান এর তথ্য বিশ্লেষণ

শহরের রিদমের সাথে স্থানের গুরুত্বপূর্ন সম্পর্ক রয়েছে। শহর এলাকায় স্থানভেদে রিদমের বিভিন্নতা দেখা যায়। ময়মনসিংহ শহরের স্থান ভিত্তিক রিদম এবং রিদমের ধরন বিশ্লেষণ করার জন্য এমএসডিপি প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক তথ্য থেকে স্থান সম্পর্কিত আইকন স্থানের প্রশ্ন এবং অনলাইন পত্রিকার একত্রীকৃত সংবাদ থেকে স্থান ভিত্তিক তথ্যের স্থানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত তথ্য থেকে শহরের রিদম এবং রিদমের জন্য গুরুত্বপূর্ন স্থান সম্পর্কিত তথ্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এমএসডিপি প্রকল্পের Iconic স্থান এর তথ্য সমূহকে বিশ্লেষণ করলে প্রায় ৭৯ টি স্থান এর নাম পাওয়া যায়। যার মধ্যে অধিকাংশের সংঘটনের সংখ্যা ১। এই স্থানগুলো থেকে শতকরা হার ৪ এর বেশীগুলোকে আলাদাভাবে রেখে বাকি গুলোকে

অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ এর মধ্যে ফেলে একটি সারনী তৈরী করা হয়েছে। এখানে অন্যান্যসহ মোট ২১ টি স্থানের নাম [illegible] এখানে দেখা যাচ্ছে ময়মনসিংহের Iconic স্থান হিসেবে ৮০৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৩৩ জন ময়মনসিং[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছেন যার শতকরা হার ২৮.৮৪। নিম্নোক্ত সারণীতে মতামতের ভিত্তিতে বেশী গুরুত্বপূর্ন [illegible] গুরুত্বপূর্ন স্থানগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।

সারণী ৩.১ঃ জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে ময়মনসিংহ শহরের Iconic স্থান

ক্রমিক	স্থানের নাম	সংখ্যা	শতকরা হার
১	কৃষি ইউনিভার্সিটি	২৩৩	২৮.[illegible]
২	চরপাড়া মোড়	১১৩	১৩.[illegible]
৩	ময়মানসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	৭৫	৯.[illegible]
৪	গাঙ্গিনারপাড়া	৫৩	৬.[illegible]
৫	আনন্দ মোহন কলেজ	৪৭	৫.[illegible]
৬	সার্কিট হাউজ মাঠ	৩৭	৪.[illegible]
৭	টাউন হল মোড়	২৭	৩.[illegible]
৮	বাড়ি প্লাজা	১৫	১.[illegible]
৯	সানকি পাড়া	১২	১.[illegible]
১০	এ কে হসপিটাল	১১	১.[illegible]
১১	শম্ভুগঞ্জ মোড়	১১	১.[illegible]
১২	কলেজ রোড	১০	১.[illegible]
১৩	কোর্ট বিল্ডিং	১০	১.[illegible]
১৪	টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	১০	১.[illegible]
১৫	ময়মানসিংহ মহিলা ক্যাডেট কলেজ	৯	১.[illegible]
১৬	বিভিন্ন পার্ক	৮	০.[illegible]
১৭	ক্যান্টনমেন্ট	৭	০.[illegible]
১৮	মাসকান্দা বাস স্ট্যান্ড	৬	০.[illegible]
১৯	রেল স্টেশন	৬	০.[illegible]
২০	নাসিরাবাদ কলেজ	৫	০.[illegible]
২১	অন্যান্য	১০৩	১২.[illegible]
	মোট	৮০৮	১০০.[illegible]

উৎসঃ এমএসডিপি মাঠ [illegible]

মাঠ পর্যায়ের জরিপ থেকে শহরের আইকনিক স্থান সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করে শহরে পাঁচটি স্থান ময়মনসিংহ শহরের '[illegible] স্থান' হিসাবে পাওয়া যায়। স্থানগুলো হচ্ছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, টাউন হল, জয়নুল পার্ক, মেডিক্যাল কলেজ এবং চরপাড়া [illegible] নিচের চিত্রে নাগরিকদের মতামত অনুযায়ী শহরের পরিচিতি স্থানগুলো দেখানো হলো।

চিত্র ৩.৪ঃ নাগরিকদের মতামত অনুযায়ী শহরের পরিচিত স্থান

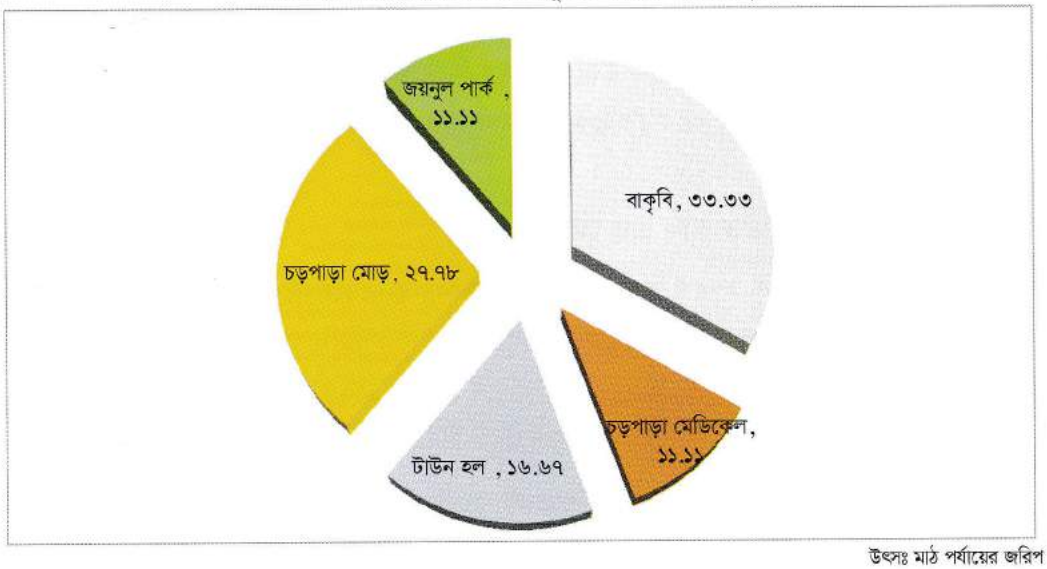

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপ

পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত ঘটনা গুলোকে স্থানের বিপরীতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ময়মনসিংহ শহরে ২১টি লোকেশনে (স্থানে) ৩৮টি ঘটনা ঘটেছে (একই বিষয়ে একাধিক ঘটনা ঘটেছে বিধায় ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮টি হয়েছে)। এখানে দেখা যায় টাউন হল মোড়ে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটে যার সংখ্যা হচ্ছে ৬টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পুষ্প মেলা, বানিজ্য মেলা, বই মেলা, ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসব। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে জয়নুল পার্ক এলাকা, সার্কিট হাউজ মাঠ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এসকল স্থানে ৩টি করে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

সারণী ৩.২ঃ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের নাম

	নাম	সংখ্যা	ঘটনা
১	রফিক উদ্দিন স্টেডিয়াম এলাকা	১	স্বাধীনতা দিবস
২	জিলা পরিষদ অফিস	৪	আশ্রয়ন প্রকল্প উদ্বোধন
			রক্তদান কর্মসূচী
			উন্নয়ন কর্মশালা
			ডিজিটাল সেন্টার উদ্বোধন
৩	সাহেব কোয়াটার এলাকা	১	বৈশাখী মেলা
৪	ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন	১	রক্তদান কর্মসূচী
৫	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩	বৃক্ষরাজির সংগ্রহশালা
			ফিঙ্গার প্রিন্ট পদ্ধতি উদ্বোধন
			স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা
৬	সার্কিট হাউজ মাঠ	২	ক্রিকেট খেলা
			পরিচ্ছন্নতা অভিযান
৭	শম্ভুগঞ্জ ব্রিজ মোর	১	কৃষি জমিতে সরকারি স্থাপনা না করার দাবিতে মানববন্ধন
৮	ময়মনসিংহ রিজিওনাল অফিস হল রুম	১	ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলা বিষয়ক কর্মশালা
৯	শশীলজ	১	শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শণী
১০	জয়নুল পার্ক এলাকা	২	জয়নুল আবেদিনের ১০১ তম জন্মদিন পালন
			পরিচ্ছন্নতা অভিযান
১১	স্বদেশী বাজার এলাকা	১	পলিথিন ব্যাগ বর্জন
১২	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	২	মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভা
			পরিকল্পিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহর গড়ে তুলতে মতবিনিময় সভা।
১৩	কাচারিঘাট	২	শ্যামা পুঁজার প্রতিমা বিসর্জন
			বসতভিটা রক্ষার দাবিতে মানববববন্ধন
১৪	আবুল মনসুর রোড	১	পরিচ্ছন্নতা অভিযান
১৫	কাচিঝুলি মোর থেকে শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিনের সংগ্রহশালা	১	পরিচ্ছন্নতা অভিযান
১৬	কাচিঝুলি থেকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়	১	পরিচ্ছন্নতা অভিযান
১৭	টাউনহল মোড়	৬	পুষ্পমেলা
			এস.এম.ই. বাণিজ্য মেলা
			চুগান উৎসব
			২১, ফেব্রুয়ারি
			বিভাগ উন্নয়ন কর্মসূচী
			বই মেলা

	নাম	সংখ্যা	ঘটনা
১৮	বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা বিদ্যালয়	১	শিল্প সাহিত্য উদ্বোধন
১৯	সমাজসেবা অধিদপ্তর	১	সমাজসেবা দিবস
২০	দূর্গাবাড়ি মন্দির	২	জন্মাষ্টমী
			অষ্টমীস্নান
২১	চড়পাড়া মোর	১	টাইম স্কয়ার উদ্বোধন

উৎসঃ দৈনিক পত্রিকা

এমএসডিপি প্রকল্পের আইকনিক তথ্য থেকে প্রাপ্ত স্থান এবং দৈনিক পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত স্থানের তথ্যগুলোর স্থানিক বিশ্লেষণ ক জন্য ঘটনা সংঘটনের সংখ্যাকে স্থানের প্রেক্ষিতে জিআইএস ডাটায় রূপান্তর করা হয়। ঘটনা সংঘটনের সংখ্যার উপর ভিত্তি ক এই বিশ্লেষণটি করা হয়েছে। ঘটন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রথমে ঘটনাগুলোর ওয়েটেজ (গুরুত্ব) প্রদান করা হয়ে পরবর্তিতে সেটা মানচিত্রে গুরুত্ব অনুসারে দেখানো হয়েছে। গুরুত্ব অনুসারে অধিক ঘটন সংখ্যা সমৃদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ন (সং ভিত্তিতে) স্থানগুলোর বৃত্তটি ক্রমানুসারে বড় থেকে ছোটর দিকে যায়। অর্থাৎ যেই স্থানের বৃত্তটি যত বড় সেই স্থানের গুরুত্ব বেশী (সংখ্যার ভিত্তিতে)। চিত্রে সংখ্যার ভিত্তিতে এই স্থানিক বিশ্লেষণ দেখানো হলো।

মানচিত্র ০৪ঃ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ময়মনসিংহ পৌরসভায় ঘটনাসমূহ সংঘটনের স্থান

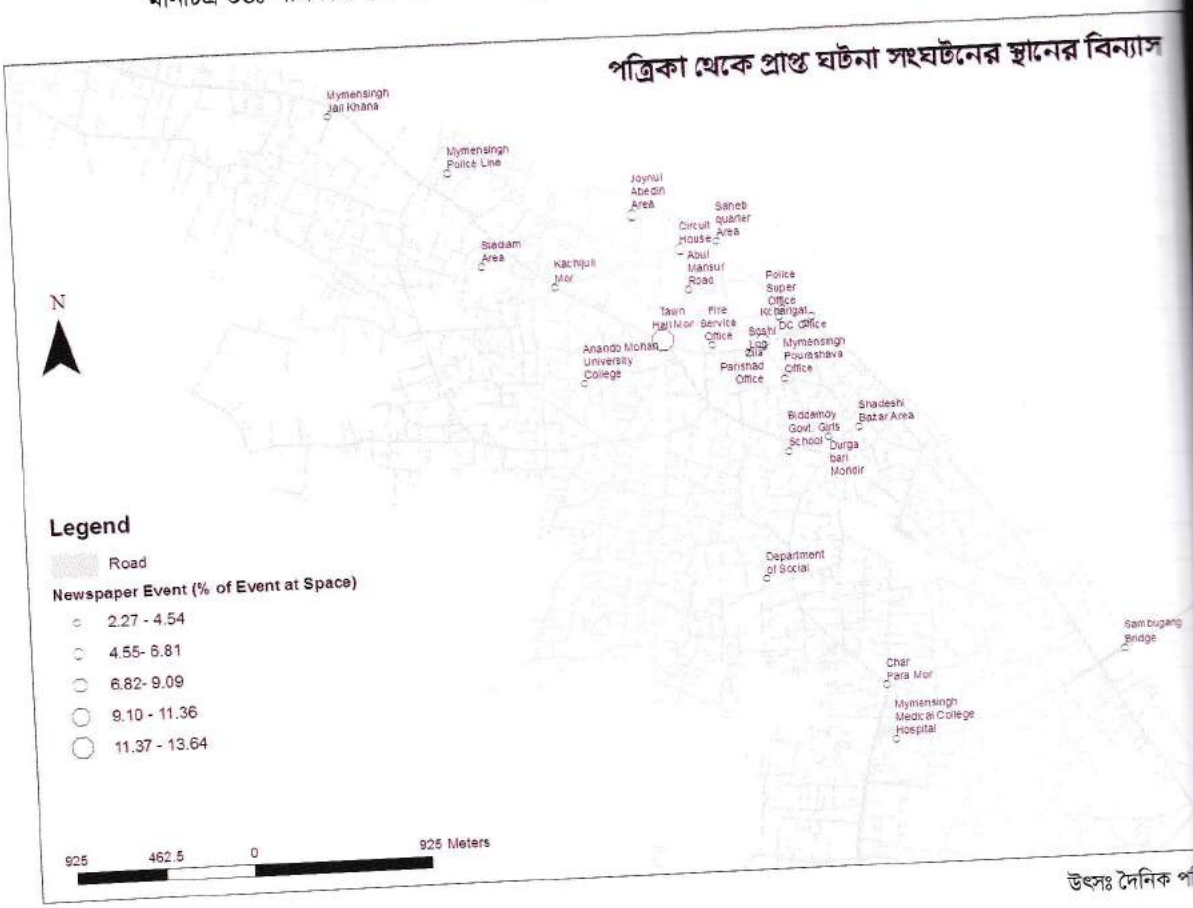

উৎসঃ দৈনিক পত্রিক

মানচিত্র ০৫ঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ময়মনসিংহ পৌরসভায় ঘটনাসমূহ সংঘটনের স্থান

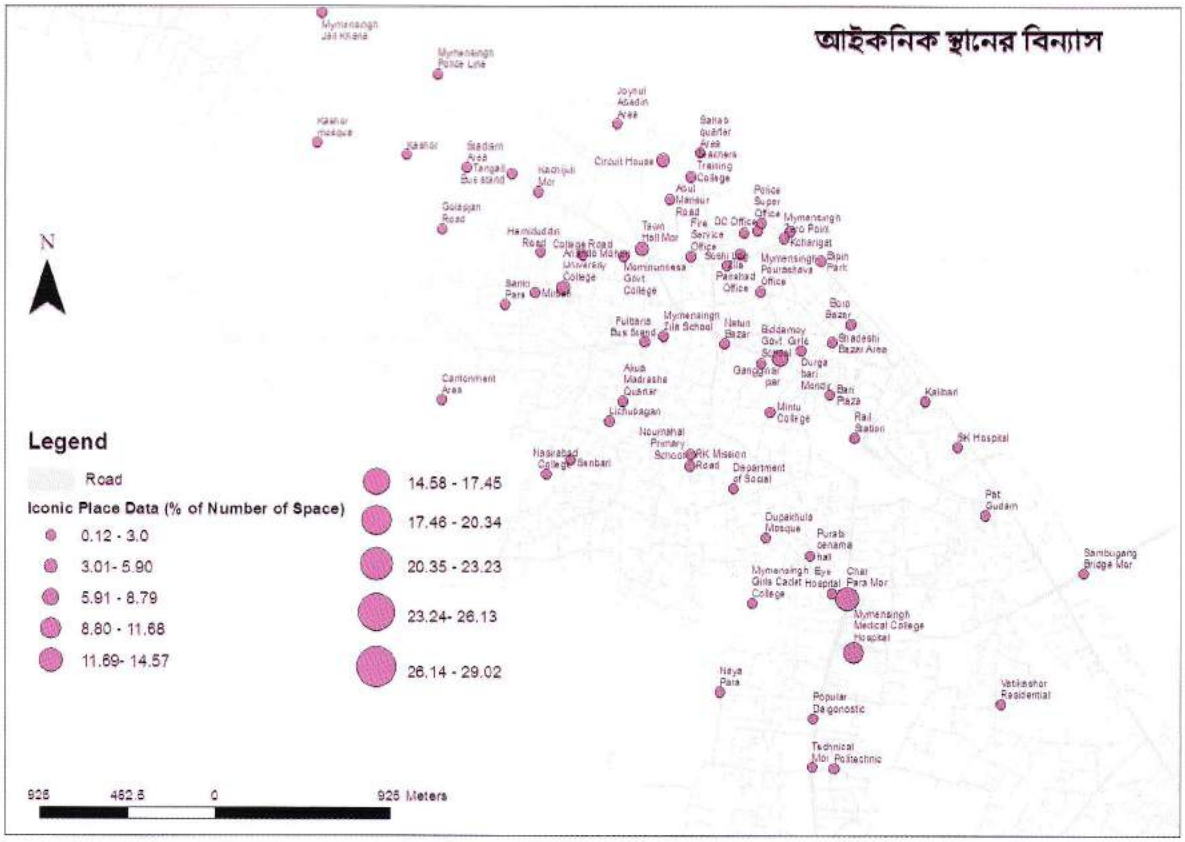

উৎসঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ

মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষনকৃত স্থানগুলোর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল

জয়নুল পার্ক এবং সার্কিট হাউজ পার্কঃ

নগরবাসীর একটি বিশাল অংশ যাদের বয়স ৩৫ বছর এর বেশি তারা সকাল ৫ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত (পর্যায়ক্রমে) এই এলাকায় প্রাতঃ ভ্রমণের জন্য আসে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে ঘিরে বেশ কিছু অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম গড়ে উঠেছে যেমন-বাজার (যা সকাল ১০ টার পর দেখা যায় না), প্রেশার এবং ডায়াবেটিস পরিমাপ করার ব্যবস্থা ইত্যাদি। একই এলাকায় বিকেল ৪ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর জন সমাগম দেখা যায় যাদের বয়স ১৫ এবং তদুর্ধ্ব সকাল ৬ টা থেকে পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের আনাগোনা দেখা যায়। পুরো শহর এলাকা এমনকি আশেপাশের ইউনিয়ন থেকে লোকজন এই এলাকায় আসে।

টাউন হল মোড়ঃ

টাউন হল মাঠে প্রায় সারাদিনই অল্প-বিস্তর লোকজন দেখা যায়। বিকেল ৫ টা থেকে জন সমাগম এর পরিমান বাড়তে থাকে। এখানে আগত জনসাধারণের বেশির ভাগই ছাত্র এবং এরা আনন্দমোহন কলেজে পড়ে বা আশেপাশের এলাকায় বসবাস করে।

চরপাড়া মোড়ঃ

চরপাড়া মোরে আশেপাশের এলাকা হতে লোকজন ঘুরতে/আড্ডা দিতে/চা খেতে আসে। তবে সবচেয়ে বেশি লোকজন আসে নিকটস্থ হসপিটালে বা উক্ত এলাকায় অবস্থিত ডাক্তার এর চেম্বারে চিকিৎসার জন্য।

মানচিত্র ০৬ঃ পর্যবেক্ষণকৃত এলাকার রোডম্যাপ

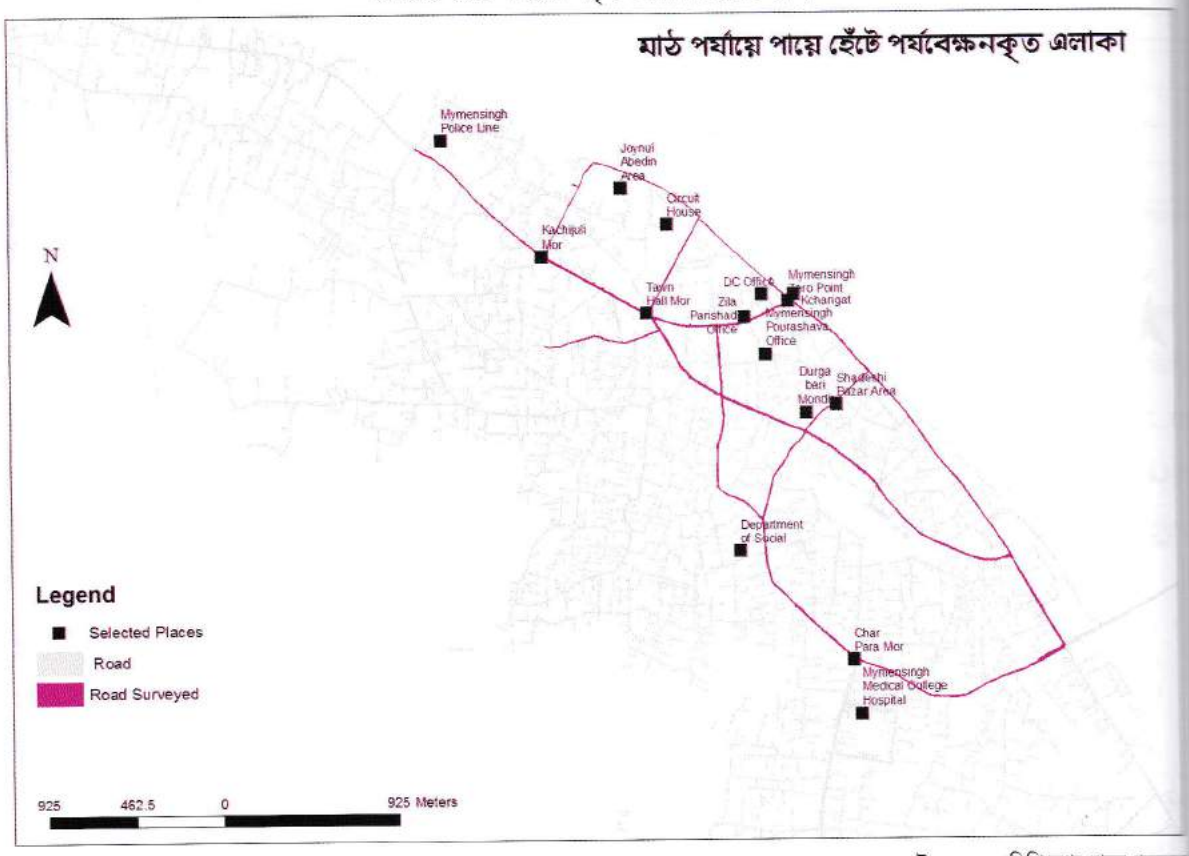

উৎসঃ এমএসডিপি তথ্য থেকে প্রস্তুতকৃত

কাচিঝুলিঃ

এই এলাকায় সকাল এবং বিকেল উভয় সময়েই লোকজন দেখা যায়। সকালবেলা আসা জনগণের বেশির ভাগ আশে
এলাকার বসবাসকারী এবং ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তা ব্যবহার করে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে যাওয়ার জন্য এবং অন্য
হাঁটতে আসেন।

দুর্গাবাড়িঃ

দূর্গাবাড়ি এলাকায় বেশ কিছু মন্দির রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বিভিন্ন পুজার জন্য লোকজন এইসব ম
আসেন। এছাড়া এই এলাকায় একটি বড় পাইকারি বাজার রয়েছে। এই বাজারের জন্যও এলাকায় সারাদিন এবং সন্ধ্যায়ও
জনসমাগম হয়।

কাচারিঘাটঃ

কাচারিঘাট এলাকাটি বাণিজ্য মেলার স্থান হওয়ায় সকাল এবং সন্ধ্যায় প্রচুর ভিড় হয়।

জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে টাউনহল মাঠ/মোড়, সার্কিট হাউজ মাঠ ও জয়নুল পার্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে র
সরকারী বেশিরভাগ উৎসব আয়োজন এই দুটি মাঠেই হয়ে থাকে।

'আরবান রিদম' স্থানকে নতুন আঙ্গিকে পর্যবেক্ষন করতে এবং বুঝতে সাহায্য করে যা শহরের সম্ভাবনাময় স্থানগুলোর বি
মূল্যায়ন ও নকশা প্রনয়ণে গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। সুতরাং এই স্থানগুলির রিদম শহরকে প্রভাবিত করবে। উপর্যুক্ত

থেকে দেখা যায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ শহরের জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন জায়গা এবং এই স্থানের রিদম শিক্ষা কেন্দ্রিক। অপরদিকে টাউন হলের রিদম উৎসব কেন্দ্রিক। জয়নুল পার্কে লোকজন বিনোদনের জন্য এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা থেকে আসে। চরপাড়া মোড়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে লোকজন চিকিৎসার জন্য আসে (ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি এই এলাকায় অবস্থিত) আবার অনেকে মোড়ের দোকানগুলোতে অথবা টি স্টলে আসে। শহরের বিভিন্ন স্থান গুলির জন্য আরবান রিদম বিভিন্ন এবং নির্দিষ্ট।

৩.৪. ময়মনসিংহ শহর সম্পর্কিত ধারনা বিশ্লেষণ

সামাজিক, স্থানিক এবং প্রাকৃতিক "রিদম" একসাথে নগরের প্রতিদিনের জীবনকে প্রভাবিত করে, নগর পরিবেশকে আকৃতি দেয়, নগরের পরিচয়ের স্থান চিহ্নিত করে এবং নাগরিক আত্মোপলব্ধি কে প্রভাবিত করে থাকে (Wunderlich, 2008)। এই প্রেক্ষাপটে ময়মনসিংহ শহর সম্পর্কে শহরবাসীর মতামত গুরুত্বপূর্ন। সুতরাং শহরবাসীর তাঁদের শহরকে একবাক্যে উপস্থাপন করার তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক শহর সম্পর্কিত তাঁদের আত্মোপলব্ধি পাওয়া যাবে।

এমএসডিপি প্রকল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ময়মনসিংহ শহরকে এক বাক্যে বর্ণনা করতে বলা হলে ৮৫৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৮১৭ জনই শিক্ষার শহর হিসেবে একমত প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজনীতির শহর, যার শতকরা হার ২.৩৩।

সারণী ৩.৩ঃ এক বাক্যে ময়মনসিংহ শহর

এক বাক্যে ময়মনসিংহ শহর	উত্তরদাতার লিঙ্গ		সংখ্যা	শতকরা হার
	পুরুষ	নারী		
শিক্ষার শহর	৩৫২	৪৬৫	৮১৭	৯৫.২২
রাজনীতির শহর	৮	১২	২০	২.৩৩
যানযটের শহর	১	৭	৮	০.৯৩
বেকারত্বেও শহর	১	৩	৪	০.৪৭
স্যাটেলাইট শহর (ঢাকা মেট্রোপলিটনের)	০	২	২	০.২৩
সংস্কৃতির শহর	১	০	১	০.১২
মৃত শহর	০	১	১	০.১২
মোট	৩৬৪	৪৯৪	৮৫৮	১০০.০০

উৎসঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ

উর্পযুক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে শহরবাসীর আত্মোপলব্ধিতে ময়মনসিংহ একটি শিক্ষার শহর হিসেবে রয়েছে।

৩.৫. বিনোদন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ

বিনোদন স্থান এবং অবসর সময়ে কৃত বিনোদন কর্মকান্ড থেকেও রিদমের ধারনা পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে রিদমের সাথে স্থানের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং "রিদম" নগরের পরিচয়ের স্থান চিহ্নিত করে এবং নাগরিক আত্মোপলব্ধিকে প্রভাবিত করে থাকে আবার Wounderlich এর মতে জনগণ ও স্থানের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়াই "রিদম"। উক্ত প্রেক্ষাপটে বিনোদন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এমএসডিপি প্রকল্পের বিনোদন সম্পর্কিত তথ্য থেকে বেশ কিছু বিনোদন স্থানের ধরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে পার্ক অন্যতম। প্রায় ৩৬.৭৯ শতাংশ জনসাধারণের মত অনুযায়ী পার্ক ময়মনসিংহ শহরের বিনোদনের অন্যতম স্থান। পরবর্তী

বিনোদন স্থান হিসেবে ব্রহ্মপুত্র নদের কথা উল্লেখযোগ্য। নিম্নের সারণীতে ময়মনসিংহ শহরের বিনোদনের স্থান সম্পর্কিত জনসাধারণের মতামত তুলে ধরা হলো।

সারণী ৩.৪ঃ ময়মনসিংহ শহরের বিনোদন স্থান

ক্রমিক নং	অবসরের উৎস	উত্তরদাতা	
		সংখ্যা	শতকরা হার
১	পার্ক	৩৬৯	৩৬.৭৯
২	ব্রহ্মপুত্র নদ	২৬৭	২৬.৬২
৩	প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান	১২৭	১২.৬৬
৪	খেলার মাঠ	১১১	১১.০৭
৫	কেনাকাটার স্থান	৯০	৮.৯৭
৬	মেলা	১৮	১.৭৯
৭	সিনেমা হল	১১	১.১০
৮	পর্যটন কেন্দ্র	৯	০.৯০
৯	ক্লাব	১	০.১০
মোট		১০০৩	১০০.০০

উৎসঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ

মাঠ পর্যায়ের জরিপ তথ্য থেকে জানা যায় বিনোদনের জন্য শহরের জনগণ পার্ক, বিভিন্ন মেলা, পূজা এবং মাঠে যায়। ৪৫ বছর বয়সের উপর জনগণ পূজা উদযাপন করতে এবং হাঁটতে যায়। ৩০ বছর বয়সের নিচে জনগণ পার্কে এবং খেলার মাঠে তারা একই সাথে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

চিত্র ৩.৫ঃ ময়মনসিংহ শহরের জনগণের বিনোদনের উপায়

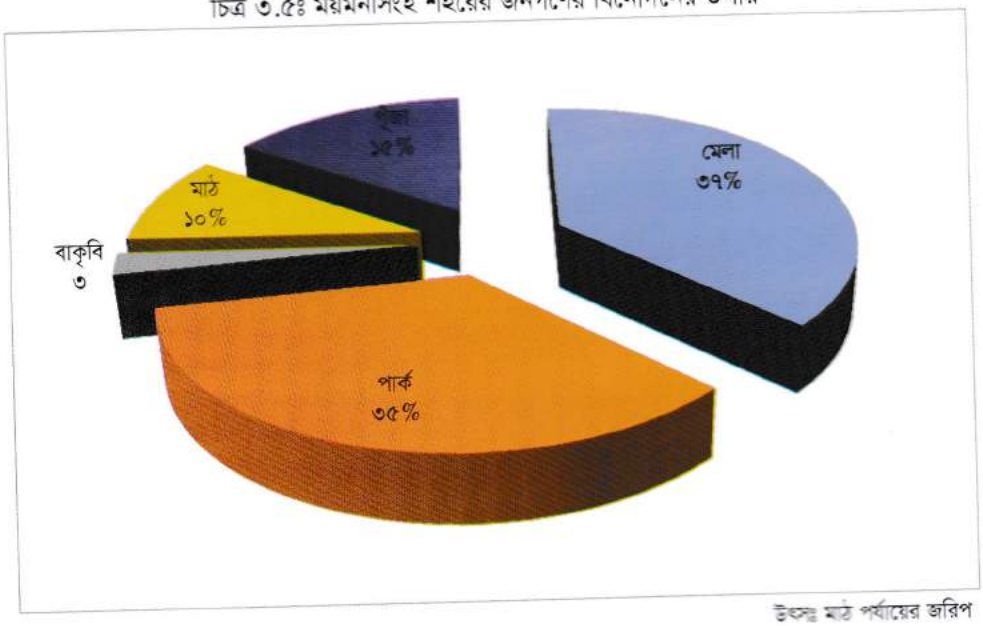

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপ

শহরের চারটি মাত্র স্থান বিনোদনের মূল কেন্দ্র। এর মধ্যে জয়নুল পার্ক সবচেয়ে বেশী লোকজনের গন্তব্য। এছাড়া টাউন হল-ও জয়নুল পার্কের মতোই সমান জনপ্রিয়। প্রতি তিনজনে প্রায় দুইজন (৬৪%) টাউন হল এবং জয়নুল পার্কে বিনোদন লাভের উদ্দেশ্যে গমন করেন। অন্যান্যরা তাদের সুবিধাজনক অবস্থান এবং অন্যান্য কারণে কাচারী ঘাট (১৩%), দূর্গাবাড়ী (১০%), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৫%) ইত্যাদি এলাকায় বিনোদন লাভের উদ্দেশ্যে গমন করেন।

চিত্র ৩.৬ঃ জনগণের বিনোদনের স্থান

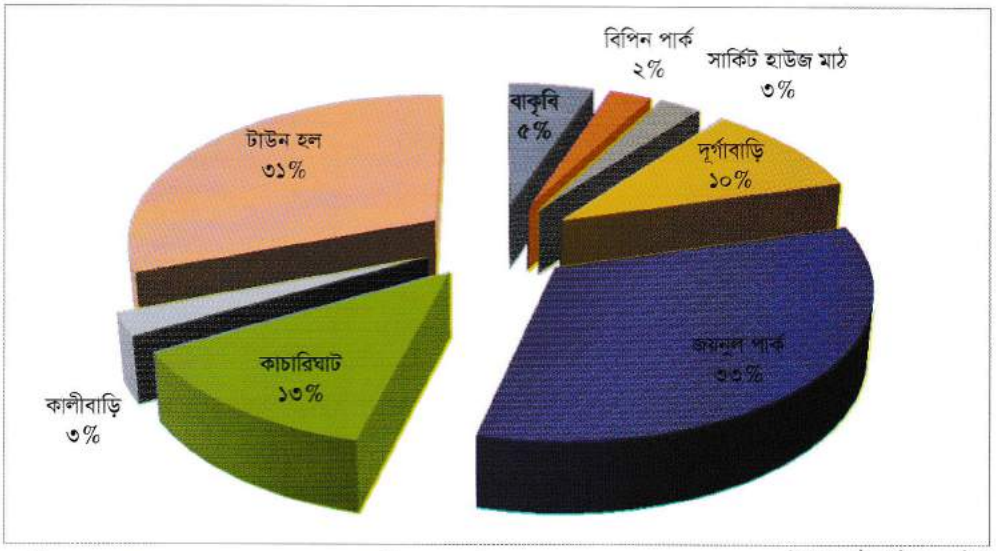

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপ

৩.৬. ময়মনসিংহ শহরের জনগণের প্রাত্যহিক কর্মকান্ড

আমাদের শহরগুলির নাগরিক জীবন, কাজকর্ম এবং বিভিন্ন স্থানের চলাচলের মধ্যে রিদম পাওয়া যায়। নগর এলাকার জন্য আরবান রিদম সাধারনতঃ দুই ধরনের রিদমের সমন্বিত রূপ। এগুলো হলো প্রাত্যহিক রিদম এবং স্থানিক রিদম। প্রাত্যহিক জীবন এবং এর সাথে সম্পর্কিত স্থান উভয়ই একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট/পরিপূরক। প্রাত্যহিক জীবনের রিদম সামাজিক, প্রাকৃতিক, শরীরবৃত্তীয় নিয়মতান্ত্রিকতা মেনে চলে। সমভাবে স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় এবং সামাজিক সময়ের সমন্বয়েও রিদম পাওয়া যায়। সামাজিক, স্থানিক এবং প্রাকৃতিক "রিদম" একসাথে নগরের প্রতিদিনের জীবনকে প্রভাবিত করে (Wunderlich, 2008)। এই প্রেক্ষাপটে দৈনন্দিন কার্যক্রম/চলাচল এর তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য এবং উপাত্ত থেকে দেখা যায় ময়মনসিংহ শহরে গড়ে ৯.২৮ সংখ্যক ট্রিপ পরিবারপ্রতি প্রতিদিন হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ট্রিপ হয় বিনোদনের উদ্দেশ্যে, পরবর্তি বৃহত্তর সংখ্যক ট্রিপ হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের সকল সদস্যদের বাসার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এছাড়া পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন। এই কারণে কর্মক্ষেত্রে গমনের জন্য ট্রিপের সংখ্যা মাত্র ৮.৯ শতাংশ। সর্বোচ্চ ট্রিপের কারন ঘরে ফেরা যা তথ্য বিশ্লেষণের স্বার্থে বাদ দিয়ে হিসেব করা হয়েছে। দেখা যায় ৩৬.৭১ শতাংশ ট্রিপের কারন বিনোদন। সাম্প্রতিককালে ময়মনসিংহ শহরে বিনোদনের জন্য বেশ কিছু সংস্কারমূলক কাজ হয়েছে, এর ফলে বিনোদনের ক্ষেত্রে ট্রিপের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমএসডিপি প্রকল্পের তথ্য থেকে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ভ্রমনের কারন হলো কর্মক্ষেত্রে গমন।পরবর্তি হলো শিক্ষাক্ষেত্রে গমন বিষয়ক ভ্রমন।

সারণী ৩.৫ঃ ময়মনসিংহ শহরে ভ্রমণের কারণ

ভ্রমনের কারন	এমএসডিপি প্রকল্প (শতকরা হার)	মাঠ পর্যায়ের জরিপ (শতকরা হার)
কর্মক্ষেত্রে গমন	৩২.৭৪	১৭.৭২
বিদ্যালয়/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন	৩২.৪৭	২১.৫২
কেনাকাটা করা	১৫.৩০	১৭.৭২
বিনোদন	১৪.৪৮	৩৬.৭১
আত্মীয়ের বাড়িতে গমন	৩.৬৫	০০
অন্যান্য	১.৩৬	৬.৩৩
মোট	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ গবেষক দ্বারা প্রস্তুতকৃত

ট্রিপের বেশিরভাগ হয় পায়ে হেঁটে এবং তা প্রায় ৪০.৫ শতাংশ। যানবাহন হিসেবে অটোরিক্সা বৃহত্তম। অটোরিক্সার পরিমাণ প্রায় ৩২.৯%। এমএসডিপি প্রকল্প এর তথ্য থেকে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ভ্রমনের বাহন হলো অযান্ত্রিক যানবাহন। সারণী ৩.৮-এ যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনের তথ্য দেয়া হলো।

সারণী ৩.৬ঃ ময়মনসিংহ শহরে ভ্রমণের বাহণসমূহ

বাহনসমূহ	এমএসডিপি প্রকল্প (শতকরা হার)	মাঠ পর্যায়ের জরিপ (শতকরা হার)
পায়ে হাঁটা	১.১১	৪০.৫
রিক্সা	৪৪.০৭	২০.৩
অটো রিক্সা	০.০০	৩২.৯
সাইকেল	০.২৪	২.৫
মটর সাইকেল	১.০৫	২.৫
ভ্যান	৪৫.০৬	১.৩
অন্যান্য	৮.৪৭	০.০০
মোট	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপ

এমএসডিপি প্রকল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিদ্যালয়/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন, কেনাকাটা করা এবং কর্মক্ষেত্রে গমনের জন্য সর্বোচ্চ সংখ্যক লোকজন রিক্সা ব্যবহার করেন। ময়মনসিংহ শহরের যাতায়াত ব্যবস্থায় অযান্ত্রিক যানবাহনের প্রাধান্য রয়েছে।

সারণী ৩.৭ঃ ময়মনসিংহ শহরবাসীর ভ্রমণে ব্যবহৃত বাহনসমূহ

ভ্রমনের কারন	রিক্সা	ভ্যান	সাইকেল	মটর সাইকেল	পায়ে হাঁটা	অন্যান্য	মোট
কর্মক্ষেত্রে গমন	২০৮৩	১৯২৬	১৬	৫৭	৫১	২৯৬	৪৪২৯
বিদ্যালয়/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন	১৯৬৮	২১০৭	৯	৫৭	৩৬	২৮০	৪৪৫৭
কেনাকাটা করা	১০৩৮	৮৭৪	৭	১৫	২০	৯৬	২০৫০
বিনোদন	৯৭৭	৭১০	১	২০	২৭	৩২১	২০৫৬
আত্মীয়ের বাড়িতে গমন	১৮০	১৭৫	০	১	২	১১১	৪৬৯
অন্যান্য	৮৪	৮২	০	৪	৩	২০	১৯৩
মোট	৬৩৩০	৫৮৭৪	৩৩	১৫৪	১৩৯	১১২৪	১৩৬৫৪

উৎসঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ

মাঠ পর্যায়ের জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় জনগণের অধিকাংশ ভ্রমণ দূরত্ব ৫০০ মিটারের মধ্যে। শহরের জনগণ ২০০ মিটার থেকে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রতিদিন যাতায়াত করে থাকে। কিন্তু এর ব্যবধান/বিচ্যুতি অনেক বেশী। নিম্নের টেবিলে এই তথ্যচিত্র তুলে ধরা হলো। কর্মক্ষেত্র ছাড়াও বিনোদনের জন্য ময়মনসিংহ শহরে জনগণ ২ কিলোমিটারের অধিক ভ্রমণ করে থাকে।

সারণী ৩.৮ঃ ময়মনসিংহ শহরে পরিবারের ভ্রমণের কারণ এবং দূরত্ব

দুরত্ব / কারণ	৫০০মি এর কম অথবা সমান	৫০০মি-১০০০মি	১০০০মি-২০০০মি	২০০০মি এর বেশি
কাজের স্থান	২	৪	৫	৩
শিক্ষা	৩	১১	১	২
কেনাকাটা	৬	৪	৪	০
বিনোদন	৬	১৫	২	৬
অন্যান্য	০	২	৩	০

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপ

উপর্যুক্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় শহরবাসীর প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের জন্য ভ্রমনের দূরত্ব খুবই কম এই কারনে যানবাহনের ক্ষেত্রে অযান্ত্রিক যানবাহনের প্রাধান্য বেশী। আরবান রিদম নিয়মিত বা নিয়ম মাফিক নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট হারে হয়ে থাকে (Wunderlich, 2008)। সুতরাং এই ঘটনা দুইটি আরবান রিদমের অংশ হিসেবে কর্মকান্ডের স্থান এবং ব্যক্তিকে প্রভাবিত করবে।

৩.৭. ময়মনসিংহ শহর এর উৎসবসমূহ

বিভিন্ন ধরনের আরবান রিদম এর মধ্যে একটি হলো সাংস্কৃতিক রিদম। পত্রিকার বিভিন্ন তথ্য (গত এক বছরের) বিশ্লেষণ করলে ছয় ধরনের উপলক্ষ্য দেখা যায় যা শহরের বিভিন্ন স্থানে হয়ে থাকে। সারণী ৩.৬ এ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত উৎসব এবং সংঘটনের স্থান দেওয়া হল।

সারণী ৩.৯ঃ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত উৎসব এর শ্রেণীবিভাগ

উপলক্ষ্য	উপলক্ষ্যের প্রকার	স্থান
মেলা	১. পুষ্পমেলা	টাউন হল মাঠ
	২. এসএমই পন্য মেলা	টাউন হল মাঠ
	৩. শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনী মেলা	প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিটিআই চত্বর
	৪. ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা	জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণ
	৫. বইমেলা	টাউন হল মাঠ
	৬.জন্মাষ্টমী মেলা	ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী এলাকা ও দূর্গাবাড়ী মন্দির
	৭. বৈশাখী মেলা	টাউন হল মাঠ
কর্মশালা	১. "ময়মনসিংহ বিভাগ উন্নয়ন ভাবনা -২০১৬" শীর্ষক নাগরিক সংলাপ	টাউন হলের অ্যাডভোকট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়াম
	২. অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক কর্মশালা	ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের মিলনায়তন
	৩. ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলার অনুসন্ধান উদ্ধার	ময়মনসিংহ রিজিওনাল অফিস হল রুম
	৪. অগ্নিনির্বাপক ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক কর্মশালা	
	৫. আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ সুষ্ঠুবাস্তবায়নের নিমিত্তে কর্মশালা	ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের মিলনায়তননে
	৬. মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	টাউন হল মাঠ
	৭. ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস	রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম
	৮. ময়মনসিংহে আন্তর্জাতিকমানের স্টেডিয়াম করার লক্ষ্যে সভা	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে
বিভিন্ন দিবস	১. সমাজসেবা দিবস	সমাজসেবা কার্যালয়ে
	২. বৈশাখী দিবস	সাহেব কোয়াটার পার্কের বৈশাখী মঞ্চে
	৩. জাতীয় শোক দিবস	কমিউনিটি বেইজড মেডিকেল কলেজ (সিবিএমসিবি)
		পুলিশ লাইনে
		জেলা পরিষদে
		স্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
	৪. ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস	মুক্তিযোদ্ধাকমান্ড কার্যালয়ে
	৫. বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম	পাট গুদাম ব্রিজ মোড়
		রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়াম
		রাইফেলস ক্লাব
		জয়নুল আবেদিন পার্কের বৈশাখী মঞ্চে
		জিমনেসিয়াম মাঠে
		সার্কিট হাউজ মাঠে
মানববন্ধন	১. পলিথিন ব্যাগ বর্জনের দাবিতে	স্বদেশী বাজার মানববন্ধন
	২. ময়মনসিংহের কৃষি জমিতে সরকারী স্থাপনা না করার দাবিতে মানববন্ধন	শম্ভু গঞ্জের চায়না মোড়
সাংস্কৃতিক উৎসব	১. চুগান নৃত্য উৎসব	শিল্পকলা একাডেমী অডিটোরিয়াম
	২. পিঠা উৎসব	গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ
	৩.জয়নুল আবেদীনের ১০১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে চিত্র প্রদর্শনী	শিল্পাচার্জ জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালায়
ধর্মীয় উৎসব	১. অষ্টমিস্নান	ব্রহ্মপুত্র নদের দুপাড়ের ২ কিঃমিঃ এলাকা জুড়ে
	২. জন্মাষ্টমি	দূর্গাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণ
	৩. শ্যামা পূজার প্রতিমা বিসর্জন	কাচারিঘাটস্থ ব্রহ্মপুত্র নদে

উৎসঃ দৈনিক পত্রিকা

উপরোক্ত সারণী থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায় মোট ৬টি উপলক্ষ্যের বিপরীতে ২৮টি ঘটনা ময়মনসিংহ শহরে সংঘটিত হয়েছে যা নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে দেখানো হল।

সারণী ৩.১০ঃ পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত উপলক্ষ্যের বিপরীতে সংঘটিত ঘটনা

উপলক্ষ্য	ধরন	স্থানের সংখ্যা
মেলা	৭	৪
কর্মশালা	৬	৫
দিবস	৭	১৪
মানববন্ধন	২	২
সাংস্কৃতিক উৎসব	৩	৩
ধর্মীয় উৎসব	৩	১৫

উৎসঃ দৈনিক পত্রিকা

উপর্যুক্ত তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান যে ময়মনসিংহ শহরে ৬ (ছয়) ধরনের উৎসব সম্পর্কিত রিদম দেখা যায়। Lefebvre মত অনুযায়ী রিদম প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত চক্রাকার এবং রৈখিক। চক্রাকার রিদম নির্দিষ্ট সময় পর পর সংঘটিত হ ময়মনসিংহ শহরের উৎসবের রিদম বিশ্লেষণ করলে প্রধানত চক্রাকার বলে প্রতীয়মান হয়।

৩.৮. ব্যক্তির মানসিকতায় ময়মনসিংহ শহর

পূর্বেই বলা হয়েছে আরবান রিদম নাগরিক আত্মোপলব্ধিকে প্রভাবিত করে থাকে। সুতরাং ময়মনসিংহ শহরের রিদম বুঝতে হ শহর সম্পর্কে ব্যক্তির মানসিকতা বুঝতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে এমএসডিপি প্রকল্পের Socio Economic Survey প্রশ্নপত্রে শেষে অঙ্কিত ব্যক্তির গমন স্থানের মানচিত্র গুলোকে জিআইএস-এ পরিবর্তন বা অনুবাদ করা হয়েছে এবং ব্যক্তির গমন স্থা অঙ্কিত মানচিত্র এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যে গুলোকে Mental Map নামে অভিহিত করা হয়েছে।

Mental Map বলতে উত্তরদাতা ব্যক্তির ময়মনসিংহ শহর সম্পর্কে এবং ব্যক্তির দৈনন্দিন কার্যক্রমে ময়মনসিংহ শহরের যে একজন ব্যক্তির মানসিকতায় রয়েছে সেই map কে বোঝানো হয়েছে। এমএসডিপি প্রকল্পের Socio-economic তথ্ প্রশ্নপত্র পূরণের সময় উত্তরদাতাকে ময়মনসিংহ শহরে তিনি কোথায় যান বা ময়মনসিংহ শহরটি কেমন তা আকঁতে হয়েছিল। সেই তথ্যের চিত্ররূপ-ই মানসিক চিত্র বা Mental ম্যাপ। মানসিক মানচিত্র আঁকার সময় ব্যক্তি তাঁর উৎস স্থান থে গন্তব্য স্থানে যাওয়ার পথে বেশ কিছু স্থানের উল্লেখ করেছেন। যেমন কেউ কেউ তাঁর বাসস্থান থেকে গন্তব্যে যাওয়ার মসজিদ, মন্দির, দোকান ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকে বাসস্থান থেকে গন্তব্যে যাওয়ার পথে বাজার, বি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ ইত্যাদি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিকতায়/মনে তাঁর চলাচলের পথে জিনিসগুলো দাগ কাটে বা ব্যক্তির মনে স্থান করে নেয় তাই সে এই ম্যাপে এঁকেছে। এই জিনিসগুলোর প্রতিটিই তাঁর গুরুত্বপূর্ন; ফলশ্রুতিতে সেটা শহরের জন্য গুরুত্বপূর্ন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নগর পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে শহরের জনগনের চাহিদা এবং পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটানো জরুরী। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসিক মানচিত্রের তথ্য গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারে।

মানচিত্র ০৭ঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শহরের জনগণের মানসপটে অঙ্কিত শহরের চিত্র

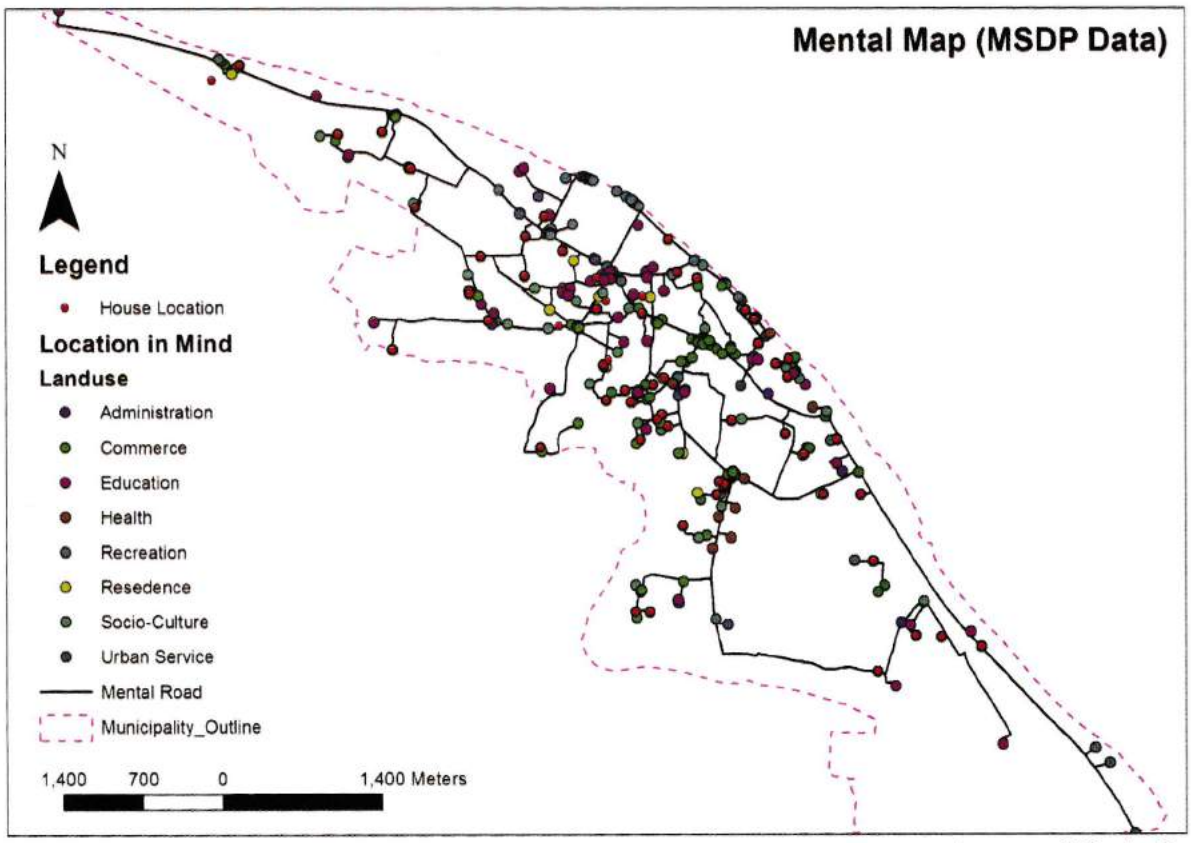

উৎসঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ

ব্যক্তির গমন স্থানের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রায় ৪১ শতাংশ লোকের মানসিকতায় বাজার, ২১ শতাংশ লোকের মানসিকতায় শিক্ষার এবং ১৫ শতাংশ লোকের মানসিকতায় বিনোদনের বিষয়টি অন্তর্নিহিত রয়েছে। নিচের চিত্রে ময়মনসিংহ শহরের জনগণের মানসিকতার চিত্র দেখানো হলো।

চিত্র ৩.৭ঃ ময়মনসিংহ শহরের জনগণের মানসপটে অঙ্কিত শহরের চিত্র

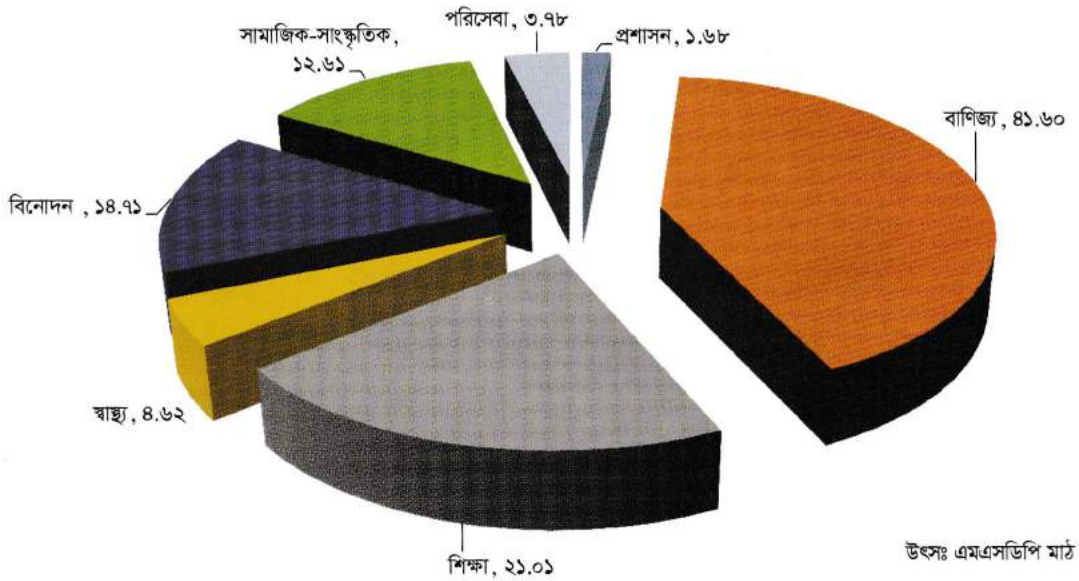

উৎসঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ

মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহকৃত ব্যক্তির গমন স্থানের অঙ্কিত মানচিত্রের তথ্য জিআইএস এ স্থানান্তর করার পর যে চিত্র পাওয়া যায় তা নি
দেখানো হল।

মানচিত্র ০৮ঃ মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪ জন ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের মানচিত্র

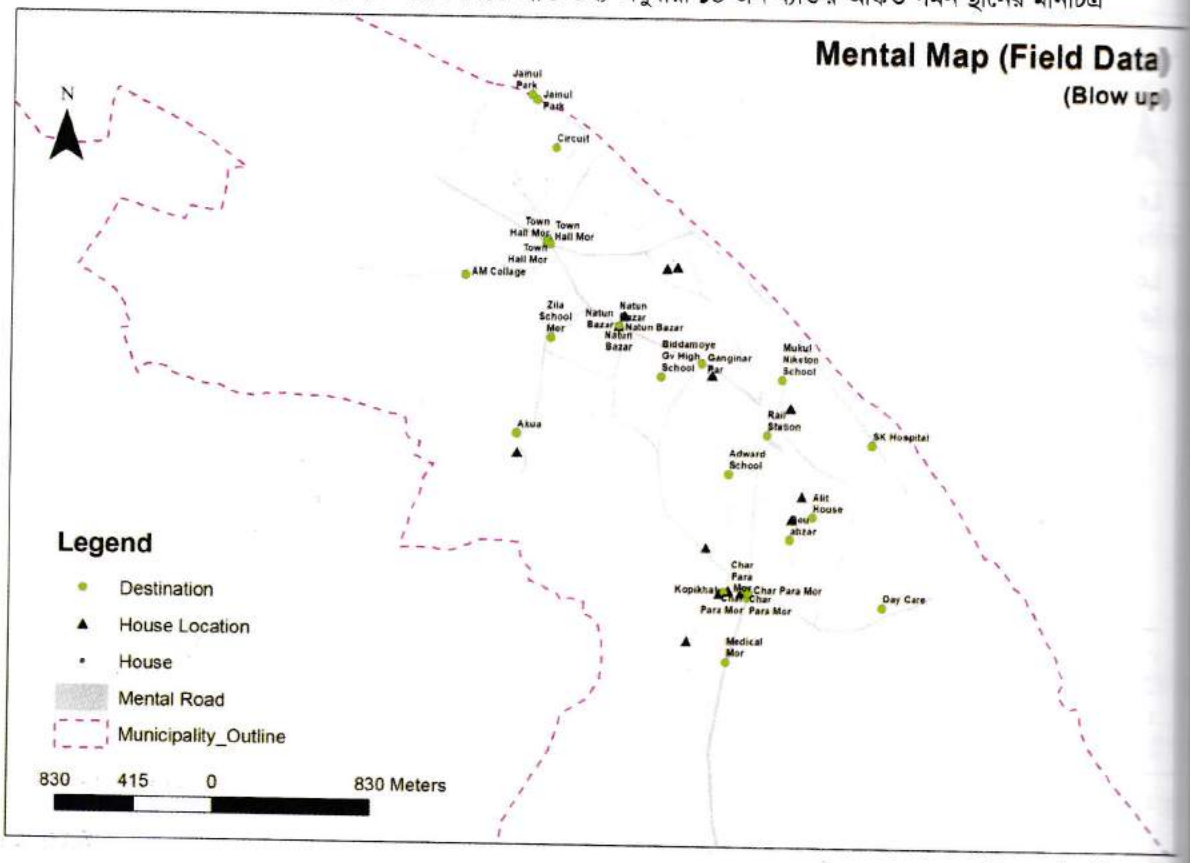

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ের জরি

চিত্র ৩.৮ঃ ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের সারাংশ

উপরোক্ত চিত্র হতে দেখা যায় প্রায় ৪৪ শতাংশ লোকজন বিনোদনের চিত্র, ২০ শতাংশ লোকজন বাজার এবং ১৭ শত
লোকজন শিক্ষার চিত্র তাঁদের কার্যক্রমের চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

৩.৯. প্রাপ্ত তথ্যের একত্রীকরণ

Mental ম্যাপ হচ্ছে জনসাধারণের গমন স্থান; অর্থাৎ তাদের মানসিকতায় ময়মনসিংহ শহরের যে সব স্থান রয়েছে তা ফুটে উঠে এসেছে। এমএসডিপি প্রকল্পের Mental ম্যাপ হতে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে সারণী আকারে নিলে দেখা যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তির মানসিকতায় রয়েছে দোকান (২৯ জন) এবং পরবর্তীতে রয়েছে মসজিদ (২১ জন)। কিন্তু এই দোকান এবং মসজিদগুলো কোন নির্দিষ্ট স্থানে (একটি বা দুটি স্থান) নয় বরং তা ব্যক্তির বাসার নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত। এই কারনে এই মসজিদ এবং দোকানগুলোকে বাদ দিয়ে এমএসডিপি প্রকল্পের Mental ম্যাপ এর তথ্য হতে প্রাপ্ত ১০৫ টি স্থানের মধ্যে ২ শতাংশের বেশী স্থানের তথ্যগুলোকে স্থানের বিপরীতে তথ্য একত্রীকরণের জন্য নেওয়া হয়েছে।

এমএসডিপি প্রকল্পের ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের তথ্য থেকে দেখা যায় ৫৯ জন ব্যক্তি প্রায় ১০৫ টি স্থানে যাওয়ার কথা বলেছেন (নির্ঘন্ট-০২, সারণী-০৩)। এর মধ্যে থেকে ২% এর বেশী যাওয়ার স্থানের সংখ্যা প্রায় ১৫টি। মাঠ পর্যায়ের জরিপের ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের তথ্য থেকে দেখা যায় ১৩ জন ব্যক্তি প্রায় ২০ টি স্থানে যাওয়ার কথা বলেছেন। এর মধ্যে থেকে ১৫% এর বেশী যাওয়ার স্থানের সংখ্যা প্রায় ১২টি। পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত স্থান সম্পর্কিত তথ্য এবং এমএসডিপি প্রকল্পের তথ্য সেই সাথে মাঠ পর্যায়ের তথ্য একত্রীকরন করে নিম্নোক্ত সরণী পাওয়া যায়। এতে দেখা সার্কিট হাউস পার্ক/ মাঠ, টাউন হল মোড়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কাচিঝুলি এবং কাচারিঘাট এলাকা শহরের জনগনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ন স্থান হচ্ছে চরপাড়া, গাঙ্গিনার পাড়, মেছুয়া বাজার, নতুন বাজার এবং মাসকান্দা এলাকা।

সারণী ৩.১১ঃ শহরের ভেতরে ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের তথ্য একত্রীকরন

স্থানের নাম	এমএসডিপি'র তথ্য	মাঠ পর্যায়ের জরিপ	পত্রিকার তথ্য	মোট
গঙ্গিনার পার মার্কেট	১২	৩	০	১৫
সার্কিট হাউস পার্ক/মাঠ	১৬	৫	৪	২৫
বিপিন পার্ক	৩	০	০	৩
আনোন্দমোহন সরকারি কলেজ	৫	১	০	৬
নতুন বাজার	৭	৩	০	১০
বাকৃবি	৫	১	৩	৯
টাউন হল মোড়	৫	৭	৬	১৮
মেছুয়া বাজার	২	২	০	৪
মাসকান্দা	৫	১	০	৬
কাচিঝুলি	৫	২	২	৯
গলগন্ডো বাজার	৩	০	০	৩
কাচারীঘাট	২	২	২	৬
চরপাড়া	৯	৭	০	১৬
বাগমারা	০	২	০	২
জেলা পরিষদ অফিস	০	০	৪	৪
ডিসি অফিস	০	০	২	২
মোট	৭৯	৩৬	২৩	১৩৮

উৎসঃ বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রাপ্ত

এমএসডিপি প্রকল্পের তথ্য মাঠ পর্যায়ের জরিপ এবং পর্যবেক্ষন তথ্য থেকে দেখা যায় শহরের ঘটনা প্রবাহ কিছু নির্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। ঘটনা সংঘটনের সংখ্যার শতকরা হারের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সমন্বিত করে নিম্নোক্ত মানচিত্রটি তৈরী করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে সকল আয়োজনের একটা বড় অংশ অনুষ্ঠিত হয় তিনটি স্থানে- সার্কিট হাউজ মাঠ, টাউন হল মাঠ এবং কাচারী ঘাট এলাকায়।

পত্রিকার তথ্য, এমএসডিপি প্রকল্পের তথ্য, মাঠ পর্যায়ের জরিপ এবং ঘটনা সংঘটনের স্থান এবং ঘটনার সাথে রিদম একত্রীকরণ করলে দেখা যায়, স্থান গুলোতে মূলত দুই ধরনের রিদম বিদ্যমান- প্রাত্যহিক এবং মৌসুমী। স্থান ভিত্তিক প্রাত্যহিক এবং মৌসুমী রিদম নীচের সারণীতে উল্লেখ করা হলো।

সারণী ৩.১২ঃ শহরের ভেতরে ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের তথ্য একত্রীকরন

স্থানের নাম	প্রাত্যহিক রিদম	মৌসুমী রিদম
গঙ্গিনার পার মার্কেট এলাকা	বাজার	
সার্কিট হাউস পার্ক/মাঠ	খেলা এবং বন্ধুদের সাথে আড্ডা	বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠান
বিপিন পার্ক	বিনোদন	
আনোন্দমোহন সরকারি কলেজ	শিক্ষা	বিভিন্ন উৎসব (বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসের উৎসব ইত্যাদি)
নতুন বাজার	বাজার	
বাকৃবি	শিক্ষা	বিভিন্ন উৎসব (বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসের উৎসব ইত্যাদি)
টাউন হল মোড়	খেলা এবং বন্ধুদের সাথে আড্ডা	বিভিন্ন মেলা ও উৎসব (পুষ্প মেলা, পিঠা উৎসব, তাঁত ও বস্ত্র মেলা, স্বাধীনতা দিবসের উৎসব ইত্যাদি)
মেছুয়া বাজার	বাজার	
মাসকান্দা	বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত (ট্রানজিট)	
কাচিঝুলি	প্রাত্যহিক ভ্রমণ	
গলগন্ডো বাজার	বাজার	
কাচারীঘাট	প্রাত্যহিক ভ্রমণ	পূজা
চরপাড়া	চিকিৎসা	
জেলা পরিষদ অফিস	কর্মস্থল	বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠান
ডিসি অফিস	কর্মস্থল	বিভিন্ন সরকারী অনুষ্ঠান
মোট	১৬	৭

উৎসঃ গবেষনা থেকে প্রা

উপর্যুক্ত সারণী দুইটির বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে সব স্থানের প্রাত্যহিক এবং মৌসুমি উভয় ধরনের রিদম রয়েছে সেইসব স্থ নগরবাসির নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ন এবং নগরের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই স্থানগুলোকে অধিক গুরুত্বের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

স্থানিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় শহরটি কার্যত রেল লাইন দ্বারা দুইটি ভাগে বিভক্ত। শহরের সকল সরকারী স্থাপনা প্রাচীনকা থেকেই নদীর পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। এবং এই এলাকাটি তুলুনামূলকভাবে অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত। রেল লাইনের পশ্চিম দি কার্যত শহরটির গুরুত্বপূর্ন কোন স্থাপনা নেই বললেই চলে এবং শহরবাসীর মানসিকতায় এবং তাদের কাজকর্মেও তা স্পষ্টভা বোঝা যায়।

এই শহরের নাগরিকগণ ব্রহ্মপুত্রের রূপের সাথে বাঁধা। নদীর সমান্তরালে গড়ে ওঠা এই শহরের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের একটা অংশ জুড়ে আছে এই নদী। শহরের বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ন জায়গাগুলো নদীর পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। আর, তাই জনসাধারণ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে এই নদীর সাথে মিথস্ক্রিয়া। শহরের টাউন হল এলাকা এবং নদী তীরবর্তী এলাকার স্থাপনাগুলো প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে। প্রাচীনকাল থেকেই এই এলাকায় বিভিন্ন সরকারী স্থাপনা এ বেশ কিছু মন্দির ছিলো। পূর্বেও সাধারন জনগণ রেল লাইনের পশ্চিম দিকে বসবাস করত।

মানচিত্র ০৯ঃ শহরের জন্য গুরুত্বপূর্ন স্থানসমূহ

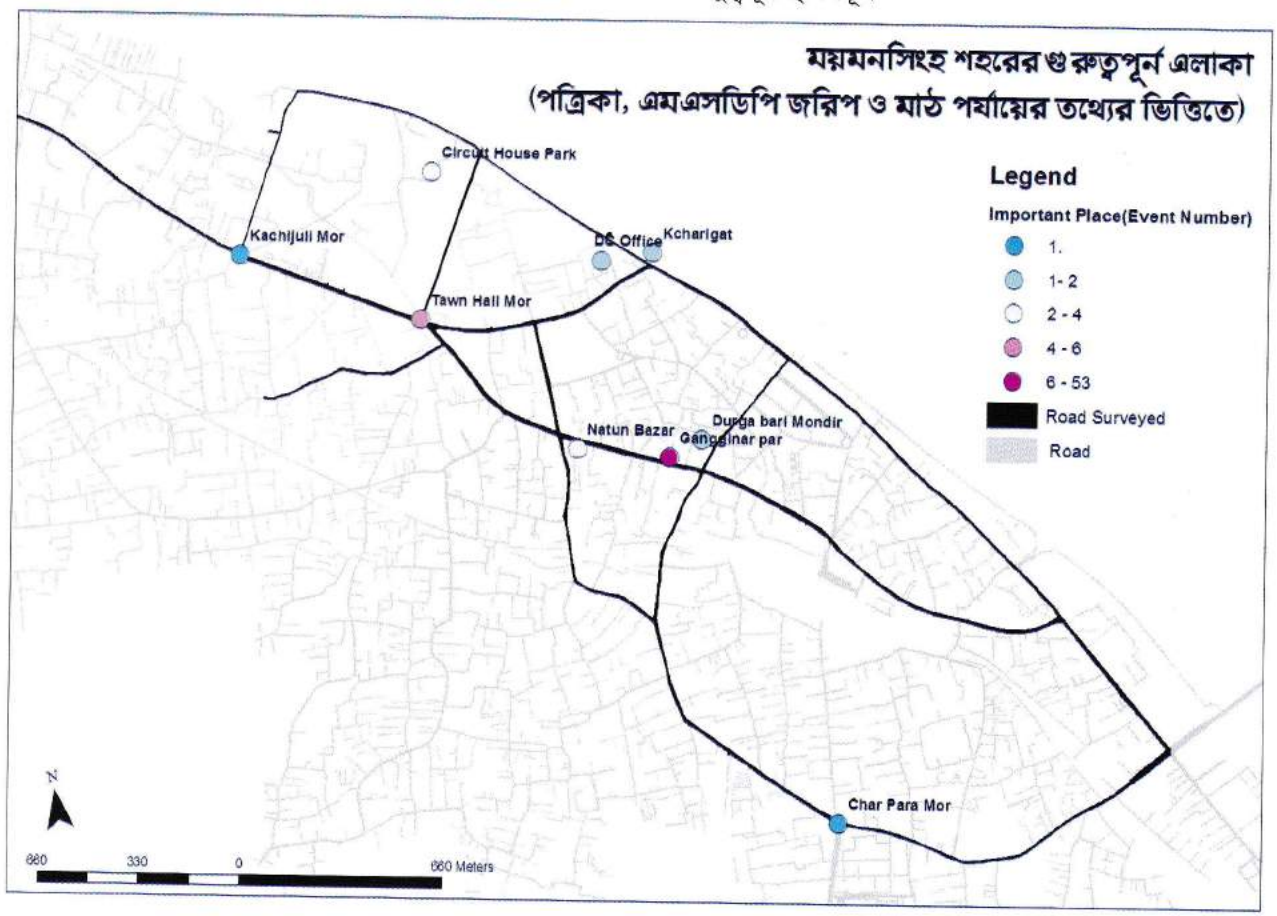

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপ

উক্ত এলাকার ভূমি ব্যবহার মানচিত্র থেকে দেখা যায় উক্ত এলাকায় বেশ কিছু সরকারী স্থাপনা, বড় বড় বাজার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উক্ত এলাকায় ঘটনা সংঘটনের মূল কারণ হচ্ছে এই জায়গাগুলোর অভিগম্যতা তুলনামূলকভাবে বেশি। পাশাপাশি, এগুলো সরকারী জায়গা এবং একইসাথে নিরাপদ।

এই স্থানগুলো পুরো ময়মনসিংহ শহরের ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। স্থানগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, জয়নুল পার্ক, টাউন হল মোড় এবং চরপাড়া মোড় উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে সার্কিট হাউজ মাঠ এবং টাউন হল মাঠ/মোড়ে বেশীরভাগ মেলা, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিবসের র‍্যালী ও উৎসব, আলোচনা সভা, ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এর কারণ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে উল্লেখ করা যায়।

১। জনসাধারণের প্রবেশগম্যতা

২। সরকারী দপ্তরসমূহের অবস্থান

৩। রাস্তা বা সড়কের বিন্যাস

মানচিত্র ১০ঃ পর্যবেক্ষণকৃত এলাকার ভূমি ব্যবহার

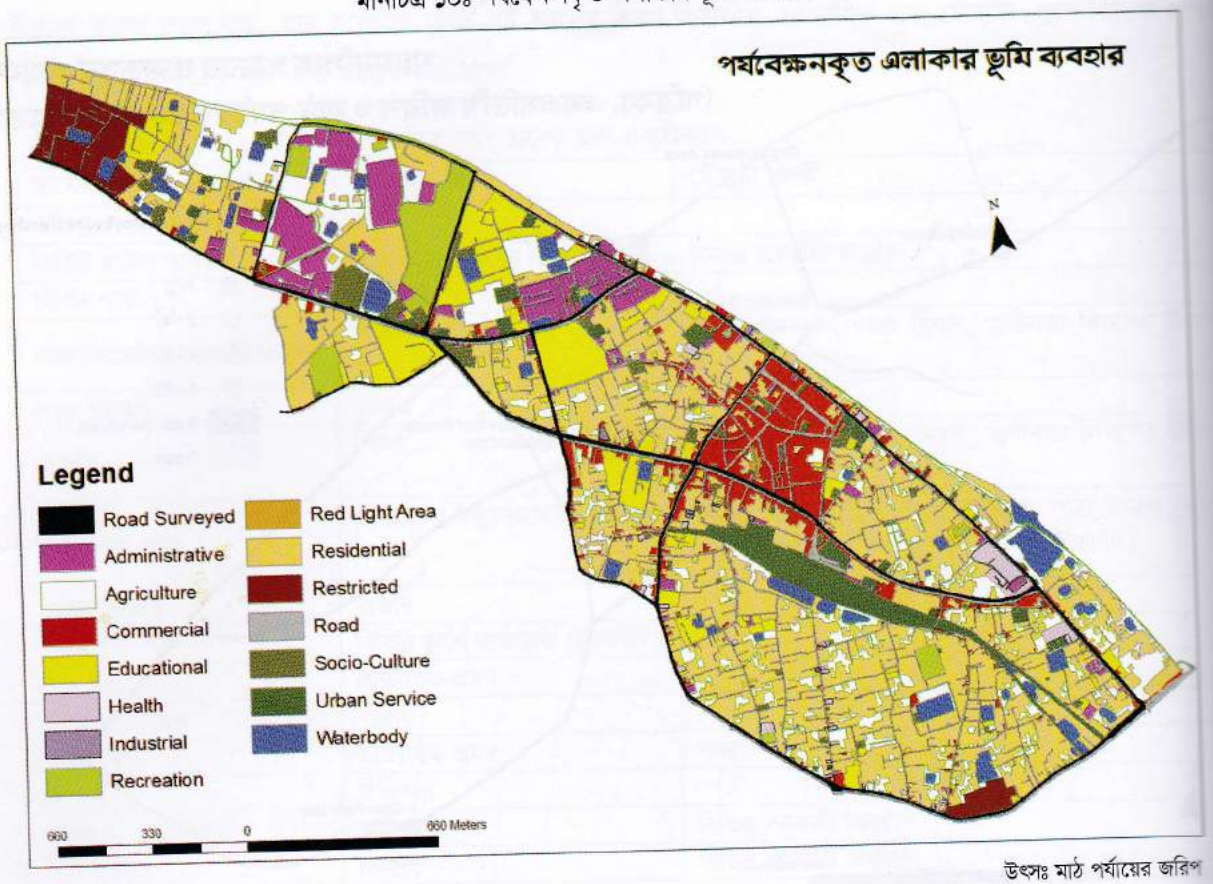

উৎসঃ মাঠ পর্যায়ের জরিপ

৩.১০. উপসংহার

আমাদের শহরগুলির নাগরিক জীবন, কাজকর্ম এবং বিভিন্ন স্থানের চলাচলের মধ্যে রিদম পাওয়া যায়। সমভাবে স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় এবং সামাজিক সময়ের সমন্বয়েও রিদম পাওয়া যায়। রিদমের বিশ্লেষণ থেকে দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যায়।

"স্থানিক রিদম" হচ্ছে জনগন ও স্থানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া (জনগন ও স্থানের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্টের মধ্যে দেখা যায়)। এই রিদম প্রাকৃতিক রিদম দ্বারা প্রভাবিত হয় যেমন দিন ও রাতের চক্রাকার পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদি। সামাজিক, স্থানিক এবং প্রাকৃতিক "রিদম" একসাথে নগরের প্রতিদিনের জীবনকে প্রভাবিত করে, নগর পরিবেশকে আকৃতি দেয়, নাগরের পরিচয়ের চিহ্নিত করে এবং নাগরিক আত্মোপলব্ধির জন্য দায়ী থাকে। নগরের স্থানগুলোকে বোঝার জন্য আরবান রিদম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পটভূমিতে আরবান রিদম নগরের সময় এবং স্থান সম্পর্কে ধারনা দেয়। আরবান রিদম এর বিশ্লেষণ করে ময়মনসিংহ শহরের রিদম সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন স্থানের জন্য এই শহরের রিদম বিভিন্ন। শহরের রিদমের মধ্যে উল্লেখ শিক্ষা, সংস্কৃতি, রয়েছে যা স্থান কে নতুন আঙ্গিকে পর্যবেক্ষন করতে এবং বুঝতে সাহায্য করে শহরের সম্ভাবনাময় স্থানগুলো মূল্যায়ন ও নকশা প্রনয়ণে গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।

অধ্যায় ০৪- গবেষণালব্ধ ফলাফল

সাধারন রিদমের প্রেক্ষিতে আরবান রিদম পুরোপুরি নগর প্রাসঙ্গিক। আরবান বলতে রিদমের জন্য নির্দিষ্টতা বোঝায় যা স্থান, কাঠামো, প্রসঙ্গ এবং শর্তসাপেক্ষ। শহর এলাকায় রিদম সামাজিক-সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক এবং স্থানিক এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সামাজিক রিদম সাংস্কৃতিক রিদমের উপর নির্ভর করে এবং এরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। সেই সাথে এটি প্রাকৃতিক রিদমের সাথে সমন্বিত যা স্থানিক রিদমকে প্রভাবিত করে থাকে (Wunderlich, 2008)।

'নগর' বলতে স্বল্প স্থানিক প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীভূত নগর জীবনকে বোঝায়। নগর জীবন হলো তীব্র এবং আন্তঃসম্পর্কিত সামাজিক ও মানবিক ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় এবং শহুরে স্থানগুলি (জটিল) মানুষের তৈরি কৃত্রিম স্থান। এই সামাজিক-স্থানিক অবস্থাটি আরবান রিদমকে বোঝার মাধ্যমে রিদমকে নগরকে বোঝার একটি অসামান্য ক্ষেত্র তৈরি করে (Wunderlich, 2008) ।

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা ময়মনসিংহ শহরের Rhythm সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাই যা স্থান ভেদে ভিন্ন। গবেষণা থেকে বলা যায় ময়মনসিংহ শহরে প্রাত্যহিক এবং মৌসুমী উভই ধরনের রিদমের সমন্বয় ঘটেছে। স্থানের ক্ষেত্রে উভয় রিদমের মিলন স্থানগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ন স্থান হিসেবে জনসাধারণের মানসিকতায় স্থান করে নিয়েছে। এই শহরের রিদম আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। এই এলাকার জন্য ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত রিদমগুলোই জনসাধারণের প্রাত্যহিক এবং মৌসুমী রিদম হিসেবে উঠে এসেছে। জনসাধারণ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত রিদমগুলোকেই নিজেদের রিদম হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন উৎসব যা প্রাচীনকাল থেকে এলাকায় পালিত হয়ে আসছে তাই ময়মনসিংহ শহরের রিদম। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো যা প্রাচীনকাল থেকে ময়মনসিংহ শহরকে শিক্ষার নগরী হিসেবে পরিচয় দিয়েছে তা এখানে বসবাসকারী জনসাধারণের মানসিকতায় এখনো রয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসী শহর কে পূর্বের ন্যায় শিক্ষা এবং সংস্কৃতির নগরী হিসেবে ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

এমএসডিপি প্রকল্পের তথ্য হতে দেখা যায় প্রায় ৯৫ শতাংশ লোক শহরটিকে শিক্ষার শহর বলে অবহিত করেন আবার ব্যক্তির Mental ম্যাপ এর তথ্য থেকে দেখা যায় (এমএসডিপি প্রকল্পের) ২১ শতাংশ লোক এর মানসিকতায় শিক্ষার ব্যাপারটি রয়েছে। অপরদিকে মাঠ পর্যায়ের জরিপ থেকে সংস্কৃতির বিষয়টি পাওয়া যায়। প্রায় ৪৮.৫৯ শতাংশ লোক বিভিন্ন মেলা বা উৎসব সম্পর্কিত তথ্য দিয়েছেন এবং পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত খবর বিশ্লেষণে দেখা যায় শহরটি বিভিন্ন রকম উৎসবের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। স্থানিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় শহরটি কার্যত রেল লাইন দ্বারা দুইটি ভাগে বিভক্ত। শহরের সকল সরকারী স্থাপনা প্রাচীনকাল থেকেই নদীর পাড় ঘেঁসে গড়ে উঠেছে এবং এই এলাকাটি তুলুনামূলকভাবে অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত। রেল লাইনের পশ্চিম দিকে কার্যত শহরটির গুরুত্বপূর্ন স্থাপনা নেই বললেই চলে এবং শহরবাসীর মানসিকতায় কাজকর্মেও তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, জরিপ এবং এমএসডিপি প্রকল্পের স্থান সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করে এর ফলাফল গুলোকে একত্রিকরণ করা হয়েছে যার থেকে শহরের জন্য নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো উঠে এসেছেঃ

১। সার্কিট হাউজ পার্ক/জয়নুল পার্ক
২। টাউন হল মোড়
৩। চরপাড়া মোড়
৪। নতুন বাজার এলাকা
৫। গাঙ্গিনার পাড়।

ময়মনসিংহ শহরের পরিকল্পনায় এই স্থানগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ন। পরিকল্পনাবিদরা শহর পরিকল্পনা করে থাকেন শহরে বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য। জনসাধারণ ছাড়া কোন পরিকল্পনা করলে তা বাস্তব সম্মত হবে না। শহরবাসীর মানসিক এবং প্রাত্যহিক কার্যক্রমে এই স্থানগুলো ওতোপ্রোতভাবে জড়িত আছে। এমতাবস্থায়, ময়মনসিংহ শহরের জন্য উপরোক্ত প্রভাবশালী স্থানগুলো বিবেচনায় নিয়ে শহরের পরিকল্পনা করতে হবে।

নিস্পন্দ এই শহরের স্পন্দন বৃদ্ধি করতে এখানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করতে হবে। তবে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সবসময়ই অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিকে (গ্রোথ) তরান্বিত করে। সুতরাং, ভবিষ্যতের স্থাপনাগুলো যথাযথ স্থানে স্থাপন এই শহরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ন ব্যপার হবে। উপরন্তু, এটি একটি সদ্যঘোষিত বিভাগীয় শহর যেটা উক্ত অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির গতিকে বেগবান করবে। সুতরাং,অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করতে চাইলে কৌশলী হতে হবে এবং একইসাথে নতুন বিভাগীয় শহরের পরিকল্পনায় শহরের রিদম-শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে সমন্বয় করতে হবে। শহরের পরিকল্পনা করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে

১. সেবাসমূহ (হাসপাতাল, পার্ক, বাজার) অসমভাবে অল্প কয়েকটি স্থানে কেন্দ্রীভূত যা শহর পরিকল্পনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী রেল লাইনের পশ্চিম দিকে নতুন সেবা সমূহের স্থান সংস্থান করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।
২. শহরের বর্তমান আর্টারীর উপরের চাপ কমাতে বর্তমান সেবাসমূহের স্থানগুলোকে সম্প্রসারন না করাই বাঞ্ছনীয়।
৩. নতুন জায়গাসমূহকে উন্নয়নের সময় প্রবেশগম্যতা, নিরাপত্তা সড়কের বিন্যাস বিবেচনায় রাখতে হবে।
৪. জনসাধারনের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত গনপরিবহনগুলো এই শহরের রিদমের একটা গুরুত্বপূর্ন অনুষঙ্গ। পরিকল্পনার সময় গনপরিবহনের সাথে জনগনের মিথষ্ক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে পরিবহন পরিকল্পনা করতে হবে।

ময়মনসিংহ শহরের ঘটনাপ্রবাহ এবং নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করে শহর সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা থেকে খুব সহজেই এই উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় যে শহরটি শিক্ষা এবং সংস্কৃতি কেন্দ্রিক। এই দুটি প্রবাহের কোনটিতে কোন ধরনের ছন্দপতন শহরের নাগরিক জীবনের ছন্দপতন ঘটবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Assche, K. V., Beunen, R., Duineveld, M., & DeJong, H. (2013). Co-evolutions of planning and designt Risks and benefits of design perspectives in planning systems. *Planning Theory, 12*(2), 177-198.

GoB. (২০১১, ফেব্রুয়ারি ১১). *Mymensingh Municipality Web Page*. Retrieved from Aboutt Mymensingh Municipalityt www.mymensinghmunicipality.gov.bd

GoB. (২০১৬, অক্টোবর ০৫). জাতীয় তথ্য বাতায়ন. Retrieved from Mymensingh Divisiont www.bangladesh.gov.bd/mymensinghdiv

Kumar, R. (2010, April 15). *Architecture and Town Planning*. Retrieved from Bloggert httpt//townplanninglectures.blogspot.com/

Lefebvre, H. (2004). *Rhythm Analysist Space, Time and Everyday Life.* New Yorkt Continuum.

Taylor, N. (2007). *Urban Planning Theory since 1945.* Londont Sage.

বিবিএস. (২০১১). *আদমশুমারী*. ঢাকা ঃ বিবিএস.

Wikipedia. (2005, May 10). *Rhythm*. Retrieved from Wikipediat httpst//en.wikipedia.org/wiki/Rhythm

Wikipedia. (২০০৭, অক্টোবর ২৯). *City Rhythm*. Retrieved February 03, 2017, from Wikipediat httpst//en.wikipedia.org/wiki/City_rhythm

Wikipedia. (২০০৮, জুলাই ২১). *Mymensingh District)*. Retrieved from Wikipediat httpst//en.wikipedia.org/wiki/Mymensingh_District)

Wikipedia. (২০১৭, মার্চ ২২). *Wikipedia*. Retrieved March 24, 2017, from নগর পরিকল্পনাঃ httpst//bn.wikipedia.org/wiki/নগর পরিকল্পনা

Wunderlich, F. M. (2008). Symphonies of Urban Placest Urban Rhythms as Traces of Time in Space. A Study of 'Urban Rhythms'. *KOHT ja PAIK / PLACE and LOCATION Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics, VI*, 91-111.

নির্ঘন্ট ০১ঃ টেবিল

সারণী ০১ঃ এমএডিপি প্রকল্পের Iconic স্থানের অপরিশোধিত তথ্য

Frequency of Iconic Place			
SL .No	**Iconic Place**	**Frequency**	**%**
1	Agirculture University	233	28.84
2	Charpara more	113	13.99
3	Mymensing Medical College Hospital	75	9.28
4	Gagina Par	53	6.56
5	Anando Mohon Coellege	47	5.82
6	Circuit Hohuse	37	4.58
7	Town Hall Mor	27	3.34
8	Bari Plaza	15	1.86
9	Sanki para	12	1.49
10	S K Hospital	11	1.36
11	Shambhuganj Bridge mor	11	1.36
12	College Road	10	1.24
13	Court building	10	1.24
14	Teachers Trainning College	10	1.24
15	Mymansing Girls Cadet College	9	1.11
16	Bibin park	8	0.99
17	Cantonment	7	0.87
18	Maskanda Bus Stand	6	0.74
19	Rail Station	6	0.74
20	Nasirabad College	5	0.62
21	B.G.B camp	4	0.50
22	Cercit House	4	0.50
23	Jail Road	4	0.50
24	Joinul Abedin songrohosala	4	0.50
25	Natun Bazar	4	0.50
26	Dengu road D. B. Mosque	3	0.37
27	Nurjahan Complex	3	0.37
28	Paurashava	3	0.37
29	Saheb park	3	0.37
30	Technical More	3	0.37
31	A.S college	2	0.25
32	Boro Bazar	2	0.25
33	Botanical Garden	2	0.25
34	chandur Dokan	2	0.25
35	Durgabari	2	0.25
36	Golapjan road	2	0.25
37	Harun tower	2	0.25
38	Kachari	2	0.25
39	Kalibari	2	0.25
40	Kashor	2	0.25
41	Mominunnesa govt. College	2	0.25

Frequency of Iconic Place			
SL .No	**Iconic Place**	**Frequency**	**%**
42	Mymensingh Zila School	2	0.25
43	Noumohol primary School	2	0.25
44	Palik Shopping Center	2	0.25
45	Ramkrisna Mission Road	2	0.25
46	stadiam	2	0.25
47	Vatikesor Residential	2	0.25
48	Wapda mor	2	0.25
49	Zilla parishad	2	0.25
50	Aqua Madrasa Quarter	1	0.12
51	Bagmara Water Tank	1	0.12
52	Chaina ar	1	0.12
53	Chanton mor	1	0.12
54	Didar Ali Modque	1	0.12
55	Digree College Mymensing	1	0.12
56	Eye Hospital	1	0.12
57	Focus Market	1	0.12
58	Fulbaria Bus Stand	1	0.12
59	Kachijuli Hamiduddin Road	1	0.12
60	Kashor Mosque	1	0.12
61	Lichubagan	1	0.12
62	Market house field	1	0.12
63	Mintu college road	1	0.12
64	Mir bari	1	0.12
65	Najrul Islam Chember	1	0.12
66	Noapara	1	0.12
67	Pat Gudam	1	0.12
68	Police Line	1	0.12
69	Politechnic	1	0.12
70	Popular Daigonostic Center	1	0.12
71	Purobi Hall	1	0.12
72	Rajbari mymenshingh	1	0.12
73	Samdani Masjid	1	0.12
74	Senbari	1	0.12
75	Sheora dhupkhola mosque	1	0.12
76	Sishu Babu Ukil	1	0.12
77	Sokti Foundation	1	0.12
78	Sunflower	1	0.12
79	Tangail Bus stand	1	0.12
Total		808	100.00

সারণী ০২ঃ নাগরিকদের ভ্রমন বৃত্তান্ত (গন্তব্যের পরিসংখ্যান)

Destination	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Anandamohon College	7	4.4	4.4	4.4
Bagmara	3	1.9	1.9	6.3
BAU	1	.6	.6	7.0
Bidyamoyi School	1	.6	.6	7.6
Charpara	6	3.8	3.8	11.4
Circuit House	3	1.9	1.9	13.3
Coaching Center	2	1.3	1.3	14.6
Field	1	.6	.6	15.2
Ganginar Par	3	1.9	1.9	17.1
Ganginarpar	1	.6	.6	17.7
Home	79	50.0	50.0	67.7
Joynul Park	16	10.1	10.1	77.8
Kachari	4	2.5	2.5	80.4
Kachijhuli	2	1.3	1.3	81.6
Kachijhuli Bazar	2	1.3	1.3	82.9
Kalibari	2	1.3	1.3	84.2
Krishnapur	2	1.3	1.3	85.4
Nasirabad Collage	1	.6	.6	86.1
Nasirabad College	1	.6	.6	86.7
Paura Market	1	.6	.6	87.3
Poura Market	1	.6	.6	88.0
Pourashava	1	.6	.6	88.6
School	3	1.9	1.9	90.5
Shehera	1	.6	.6	91.1
Swadeshi Bazar	1	.6	.6	91.8
Swdeshi Bazar	1	.6	.6	92.4
Technical Collage	1	.6	.6	93.0
Town Hall	8	5.1	5.1	98.1
Trishal	1	.6	.6	98.7
Zila School	2	1.3	1.3	100.0
Total	158	100.0	100.0	

সারণী ০৩ঃ নাগরিকদের ভ্রমন বৃত্তান্ত (ভ্রমনের কারন)

Reason	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Working Place	14	8.9	8.9	8.9
Education	17	10.8	10.8	19.6
Shopping	14	8.9	8.9	28.5
Recreation	29	18.4	18.4	46.8
Others	5	3.2	3.2	50.0
Home	79	50.0	50.0	100.0
Total	158	100.0	100.0	

নির্ঘন্ট ০২ঃ মানচিত্র

মানচিত্র ০১ঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের মানচিত্র

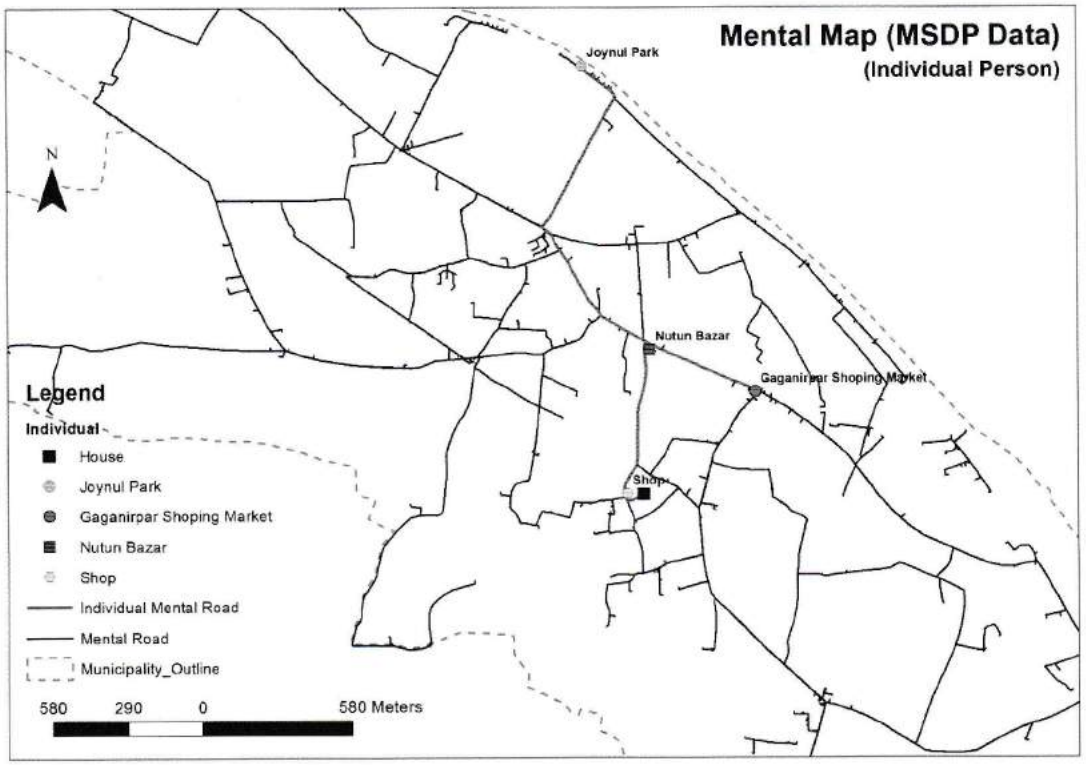

মানচিত্র ০২ঃ এমএসডিপি মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ০১ জন ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের মানচিত্র

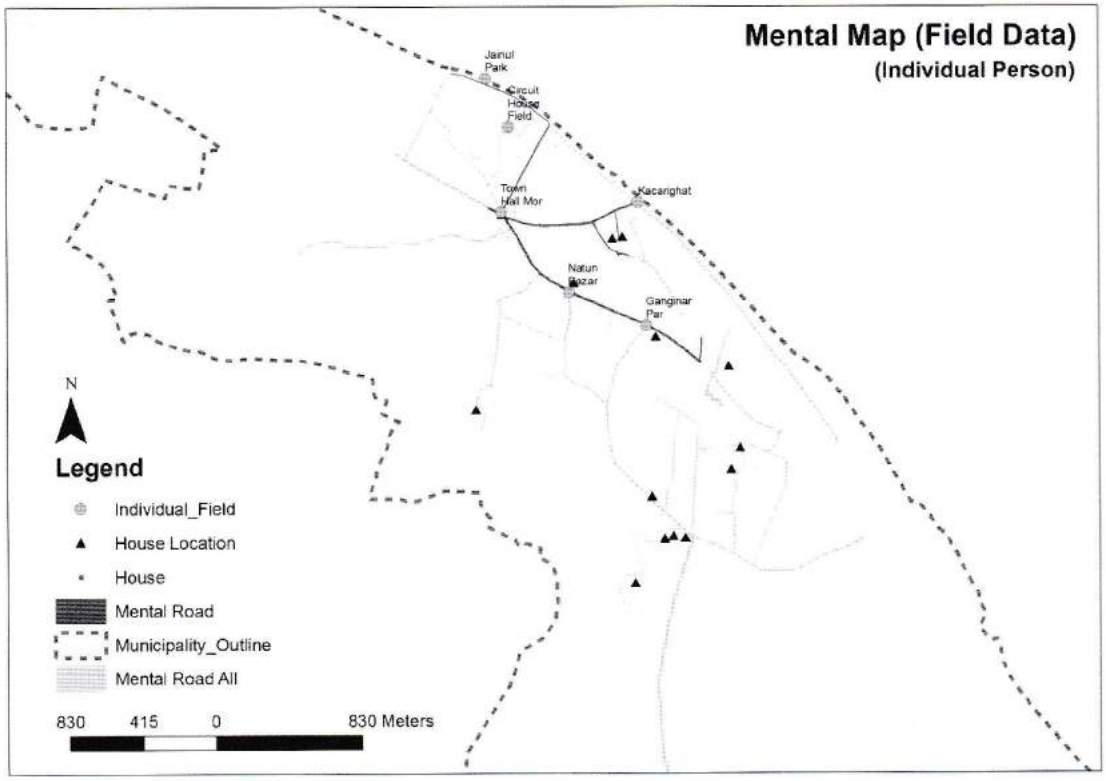

নির্ঘন্ট ০৩ঃ বিস্তারিত সাক্ষাতকারের প্রশ্নপত্রের চেকলিষ্টঃ

বড়দের ক্ষেত্রে

১. প্রতিদিন কি করেন কোথায় যান?

২. বাজার করেন কোথায়, কখন?

৩. বেড়াতে যান কি না, কোথায় যান? কখন যান?

৪. কি কি ধরণের উৎসব হয়?

৫. উৎসবে কি করেন, কোথায় যান?

৬. শহরের পরিবর্তন সম্পর্কে (ভূমি ব্যবহার) কিছু জানেন কি না [শহরটি কেমন ছিল]।

৭. ময়মনসিংহ শহরের Icon (Land mark) কোনটি?

৮. কোথায়, কিভাবে, কখন হাঁটতে যাওয়া হয়?

শিশুদের ক্ষেত্রে

১. ঘুম থেকে ওঠার পর স্কুলে যাওয়া ও আসা পর্যন্ত কি কি কর?

২. তুমি কোথায় ঘুরতে যাও? (সপ্তাহে/মাসে/দিনে) রাস্তা থেকে কত দুরে?

৩. উৎসবে তুমি কি কর?

৪. তোমার বাসা থেকে স্কুল কত দূরে?

৫. খেলার মাঠ আছে কি না/যাওয়া হয় কি না?

৬. মেলা হয় কি না? মেলায় যাওয়া হয় কি না? কি উপলক্ষ্যে মেলা হয়?

৭. স্কুলে/নগরে/খেলার মাঠে যাওয়ার রাস্তার অবস্থা কেমন?

Rhythm of Mymensingh Town গবেষণা কাজে সাক্ষাৎকার গ্রহনের জন্য প্রস্তুতকৃত Check list

নমুনা নম্বরঃ … … … … … … … … ফিজিক্যাল ফিচার আইডি (যদি থাকে) … … … … … জরিপের তারিখঃ … … … … … … /২০১৭

১. জরিপ এলাকাঃ

১.১ গ্রাম/মহল্লার নামঃ … … … … … … … … …

১.২ মৌজার নাম/ওয়ার্ডঃ … … … … … … … … … …

১.৩ সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নামঃ … … … … … … … … …

২. পরিবার পরিচিতি (Household Info.)

২.১ পরিবার প্রধানের নামঃ …

২.২ পরিবারের মোট সদস্যঃ … … … … … … … … …জন

২.৩ পরিবারের ধরণঃ ১. একক ২. যৌথ

২.৪ ধর্মঃ ১. মুসলিম ২. হিন্দু ৩. বৌদ্ধ ৪. খ্রীষ্টান

২.৫ বর্তমান ঠিকানাঃ বাড়ীর নম্বর/দাগ নম্বরঃ ল্যান্ডমার্কঃ রাস্তার নাম/নম্বরঃ

৩. খানার জনসংখ্যা ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য (HH Pop & Socio-Economic Condition)

খানা প্রধানের সাথে সম্পর্ক ১- কোড	বয়স	লিঙ্গ ১-পুরুষ, ২-মহিলা	বৈবাহিক অবস্থা ২-কোড	শিক্ষা (বয়স ৫+) ৩-কোড	পেশা ৪-কোড

<u>কোড ঃ</u>

১- খানা প্রধানের সাথে সম্পর্ক
১. খানা প্রধান, ২. স্ত্রী/স্বামী, ৩. পুত্র/কন্যা, ৪. পিতা/মাতা, ৫. ভাই/বোন, ৬. চাচা/চাচি, ৭. ভাতিজা/ ভাতিজি, ৮. মামা/মামি, ৯. ভাগ্নে/ভাগ্নি, ১০. নাতি/নাত্নি, ১১. পুত্রবধু/জামাতা, ১২. অন্যান্য

২- বৈবাহিক অবস্থা
১. অবিবাহিত, ২. বিবাহিত, ৩. বিধবা/বিপত্নিক, ৪. তালাকপ্রাপ্ত, ৫. পৃথক

৩-শিক্ষা
১. নিরক্ষর, ২. প্রাথমিক, ৩. নিম্ন-মাধ্যমিক, ৪. মাধ্যমিক, ৫. এস.এস.সি/দাখিল, ৬. এইচ.এস.সি/আলিম ৭. ডিগ্রী/অনার্স/ফাজিল, ৮. ডাঃ /প্রকৌঃ/এ্যাডঃ, ৯. মাষ্টার্স ও উর্ধ্বে, ১০. টেকনিক্যাল ডিগ্রী, ১১. অন্যান্য

৪-পেশা
১. সরকারী, ২. স্বায়ত্বশাসিত, ৩. বেসরকারী, ৪. স্বনিয়োজিত (উ.ক.), ৫. ব্যবসা, ৬. কৃষিকাজ, ৭. দক্ষ শ্রমিক, ৮. অদক্ষ শ্রমিক, ৯. শিল্প-কারখানায়, ১০. নির্মাণ কাজ, ১১. পরিবহন কাজ, ১২. গৃহস্থালী কর্মী, ১৩. দিনমজুর, ১৪. অন্যান্য

৪. পরিবারের মাসিক আয় (টাকায়)ঃ

১. ০-১০,০০০ টাকা	২. ১০,০০০ - ১২,৫০০টাকা	৩. ১২,৫০০ - ১৫,০০০ টাকা
৪. ১৫,০০০ - ২০,০০০ টাকা	৫. ২০,০০০ - ২৫,০০০ টাকা	৬. ২৫,০০০+টাকা

৫. আপনার সন্তান বিদ্যালয়ে যায় কিনা? (√ চিহ্ন দিন) ১. হ্যাঁ ২. না (হলে ১১.৮ প্রশ্ন হবে)

৬. চিত্তবিনোদনের জন্য কোথায় যাওয়া হয় (√ চিহ্ন দিন)?

৬.১ চিত্তবিনোদনের ধরন (√ চিহ্ন দিন)ঃ ১. নিয়মিত ২. অনিয়মিত

৬.২ বাসস্থান থেকে চিত্তবিনোদনের স্থানের দূরত্বঃ ... ... মিঃ

৬.৩ চিত্তবিনোদনের স্থানের নাম ঃ

৬.৪ বাসস্থান থেকে উক্ত স্থানে যাওয়ার বাহন (√ চিহ্ন দিন)ঃ ১. হেঁটে ২. রিকসা ৩. ভ্যান ৪. সাইকেল ৫. মোটর সাইকেল ৬. গাড়ী ৭. বাস ৮. অন্যান্য

৭. খানা সদস্যদের প্রতিদিনের ভ্রমন সংক্রান্ত তথ্য (Daily Traveling Information of HH members)

নং	সদস্য	ভ্রমন উৎস	গন্তব্য	ভ্রমনের উদ্দেশ্য	বাহন	শুরুর সময়	শেষ সময়	দূরত্ব	সমস্যা	দিন প্রতি ভ্রমন সংখ্যা
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
৮										
৯										
১০										

ভ্রমনের উদ্দেশ্যঃ
১. কর্মস্থলে গমন ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩. কেনাকাটা ৪. আনন্দ ভ্রমন/বিনোদন/খেলাধুলা ৫. আত্মীয়গৃহে গমন ৬. অন্যান্য (উ.ক.)
বাহনঃ
১. হেঁটে ২. রিকসা ৩. ভ্যান ৪. সাইকেল ৫. মোটর সাইকেল ৬. গাড়ি ৭. বাস ৮. মাইক্রোবাস ৯. অন্যান্য (উ.ক.)
ভ্রমনের সমস্যাঃ
১. রাস্তা সংকীর্ণ ২.যানজট ৩.ভাড়া বেশি ৪.যানবাহন কম ৫.সিটি সার্ভিস নাই ৬. রাস্তা খারাপ ৭. অন্যান্য (উ.ক.)

৮. ময়মনসিংহ শহরের একটি Icon অথবা এক কথায় সবাই চেনে এমন একটি জায়গা, দালান বা এলাকা এর নাম?

৯. ময়মনসিংহ শহরকে সার্বিকভাবে এক কথায় উপস্থাপন করুন (যে কোন একটা √ চিহ্ন দিন)

১. রাজনীতির শহর ২. শিক্ষার শহর ৩. যানজটের শহর ৪. সাংস্কৃতির শহর ৫. ব্যায়বহুল শহর

৬. মৃত শহর ৭. ঢাকার একটি স্যাটেলাইট শহর ৮.গরীবের শহর ৯. বেকারের শহর ১০. অন্যান্য (উ.ক.)

১০. **ময়মনসিংহ শহরে/আপনার বাসস্থান এবং পারিপার্শ্বিক এলাকায় কোন পরিবর্তন হয়েছে কি (√ চিহ্ন দিন)**

১) হ্যাঁ ২) না

১১. **উত্তর হ্যাঁ হলে কোথায় এবং কি পরিবর্তন হয়েছে উল্লেখ করুন**

-

আপনার দৈনন্দিন কার্যাবলী এলাকা চিহ্নিত পূর্বক বাসার অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক এলাকার একটি খসড়া নকশা/ প্ল্যান আঁকুন (বাসা, দোকান, বাজার, মসজিদ, শপিংমল, বাসষ্ট্যান্ড, রাস্তা, নদী, ইত্যাদি উল্লেখ করুন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

সম্মতিপত্র

ময়মনসিংহ এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে উপরোক্ত তথ্যসমূহ নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদান করেছে।

স্বাক্ষর ঃ .....
নাম ঃ .....
তারিখ ঃ .....
মোবাইল নাম্বার ঃ .....
ঠিকানা ঃ .....

(শুধু দাপ্তরিক কাজের জন্য)

ডাটা এন্ট্রিকারীঃ ..... তারিখঃ .....

তথ্য নিরীক্ষকঃ ..... তারিখঃ .....

সকল তথ্য নেয়া হয়েছে

অসম্পূর্ণ

---------- ----------

তথ্য নিরীক্ষক কর্মকর্তার স্বাক্ষর

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

নির্ঘন্ট ০৫ঃ জরিপ কার্যের কিছু স্থিরচিত্র

টাউন হল মোড়ে তথ্য সংগ্রহ

টাউন হল মোড়ে তথ্য সংগ্রহ

বাগমারায় (আবাসিক এলাকা) তথ্য সংগ্রহ

জয়নুল পার্ক এলাকায় তথ্য সংগ্রহ

চরপাড়া (কপিক্ষেত)এলাকায় তথ্য সংগ্রহ

শিশুর সাথে কথপোকথন

জয়নুল পার্ক এলাকায় তথ্য সংগ্রহ

দুর্গাবাড়ী মন্দিরে পুজার প্রস্তুতি

নির্ঘন্ট ০৬ঃ মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের চিত্র-১

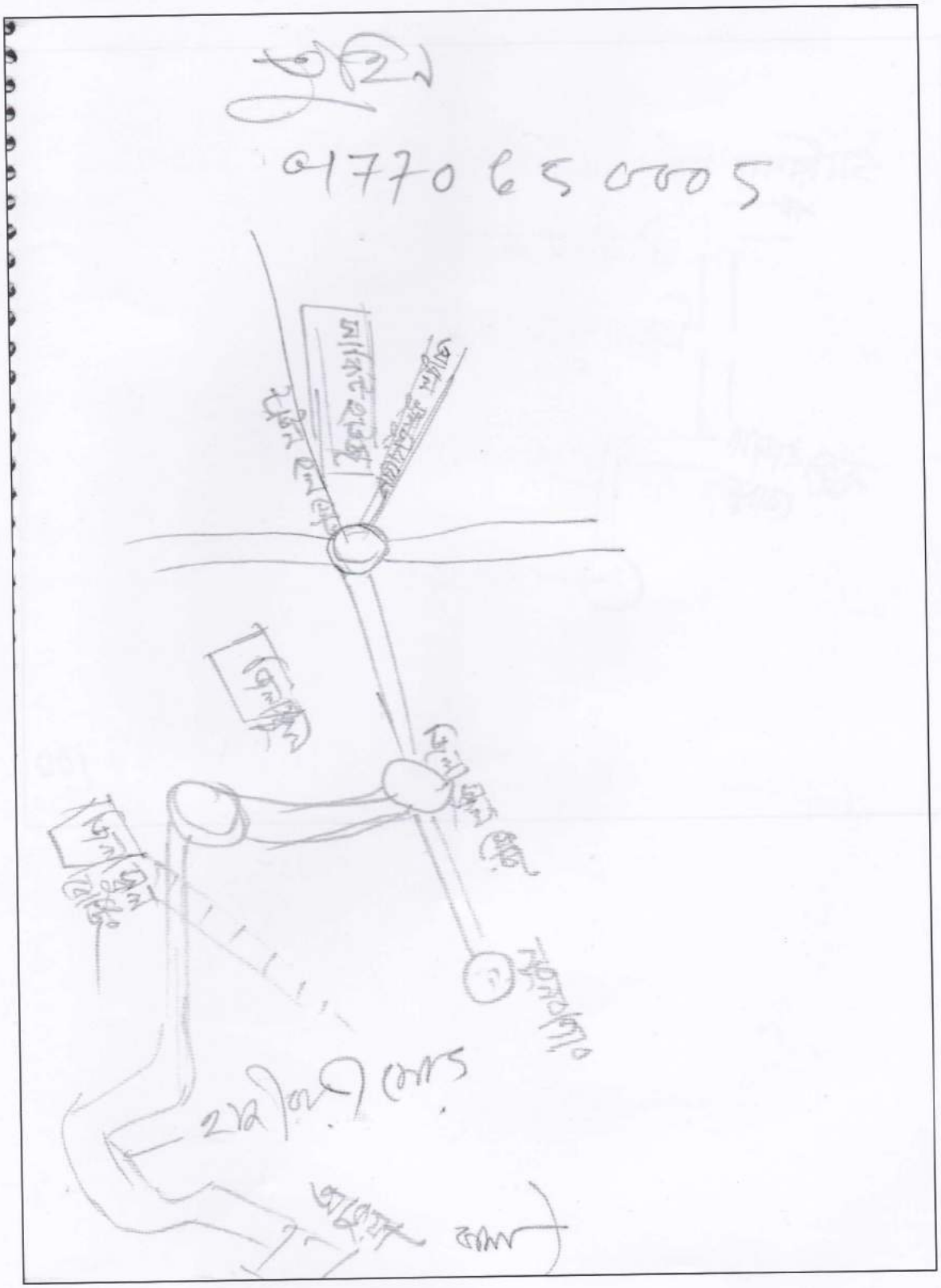

নির্ঘন্ট ০৭ঃ মাঠ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তির অঙ্কিত গমন স্থানের চিত্র-২

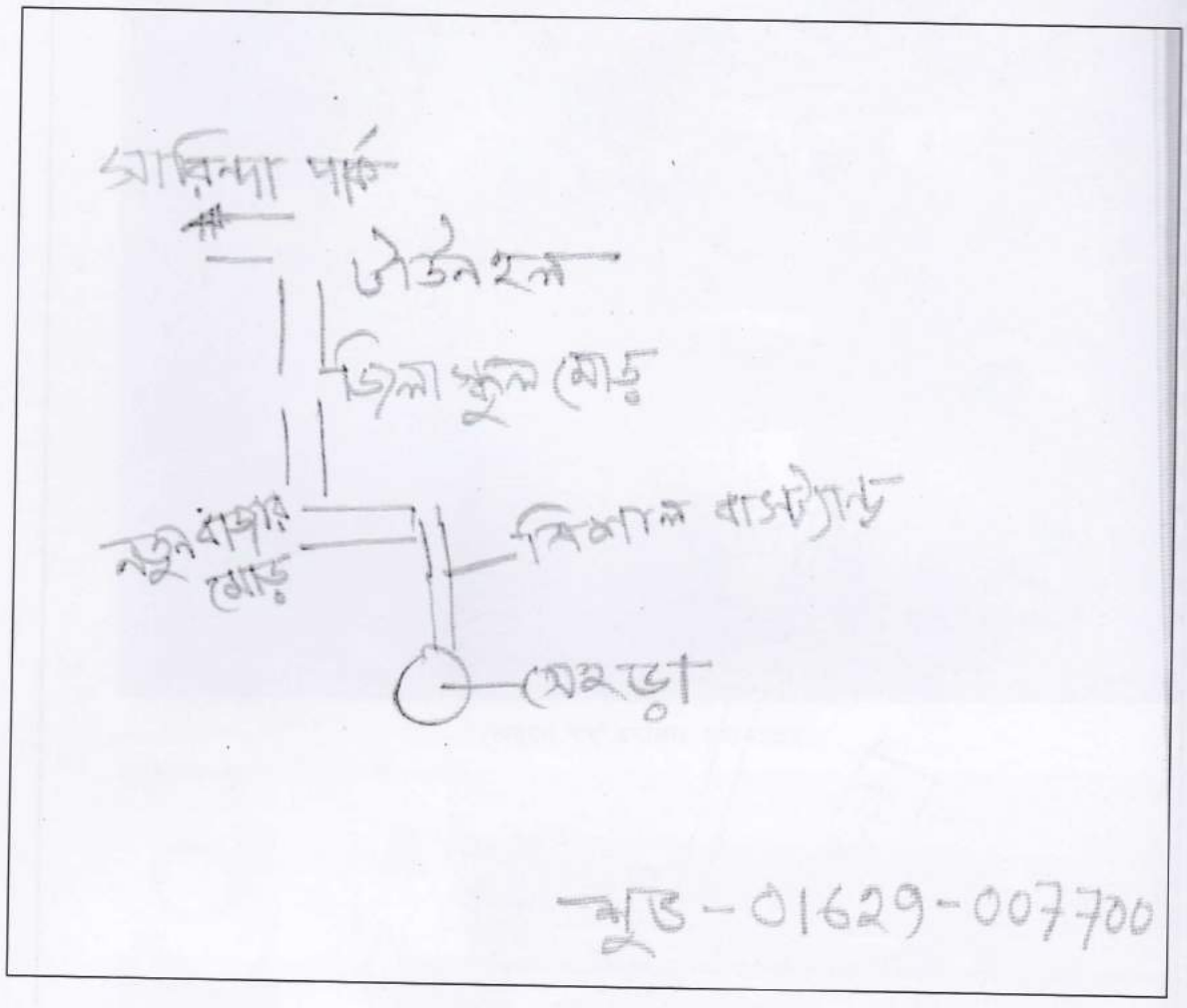

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮২,সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০